ভারত সন্তান

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ ।
(অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক,
জামতারা এস্; পি)

প্রথম সংস্করণ
সন ১৩৬১ সাল

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক-
শ্রীদীপ্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়
জামতাড়া

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—
শ্রীযোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০১, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

প্রিণ্টার—শ্রীহরিপদ ঘোষ
রামার প্রেস
১১৯এ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

ভূমিকা

ভারতের নিজস্ব এক ধারা আছে। একথা শোনাও যায় যখন তখন, কিন্তু কি সেই ধারা বা কৃষ্টি, কোন্ ভাবধারাকে অবলম্বন কোরে তার উদ্ভব হয়েছে তাহার সুস্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নাই। না থাকে না থাক্—তথাপি সেই ধারা তাহার অন্তঃশক্তির প্রভাবে এ দেশের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে যুগ যুগান্তর ধ'রে প্রভাবান্বিত ক'রে এসেছে। কিন্তু আজ সেই ধারা, সেই বৈশিষ্ট্য বহিরাগত এক নব্য সভ্যতার চাপে অন্তর্দ্ধানের পথে। কাজেই একবার বিচার করা উচিত—কি সেই সভ্যতা, যার চাপে ভারত তাহার আপন সভ্যতা বা কৃষ্টি হারাতে বসেছে, তাহার স্বরূপ কি এবং ভারতীয় কৃষ্টিরই বা স্বরূপ কি। প্রথমেই দেখা যায়, এই নব্য সভ্যতার সহিত বস্তু-বিজ্ঞানের বহু কল্যাণকর আবিষ্কার ও সম্ভাবনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকার জন্য বিচারে বিভ্রান্তি ঘটিবার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, বস্তুবিজ্ঞানের কল্যাণকর সাধনা এই সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় নহে। তাহার প্রকৃত পরিচয় লইতে গেলেই, প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে অঞ্চলে এই সভ্যতার উদ্ভব হ'য়েছে, সে অঞ্চলে সে শান্তি দেয়নি, দেয়নি, কারণ দিতে সে পারে না। আর যে দেশেই সে সভ্যতা গিয়েছে, সেখানকারও সুখ শান্তি সে নষ্ট কোরেছে কারণ এই

তার স্বভাব। মূলতঃ সে সভ্যতা যন্ত্রধর্ম্মী। বহু স্বাধীন বিধানকে, স্বাধীন যন্ত্রকে একমুখী কোরে কাজ চালিয়ে যাওয়াই তাহার লক্ষ্য, যেমন দেখা যায় একটী কারখানার ভেতর। কোন শাশ্বত আবেদন নিয়ে সে সভ্যতা গড়িয়া উঠে নাই। তাহার সাম্‌নে জগৎ, সম্বন্ধ মাত্র ভোগ। আর ভারতীয় কৃষ্টি মূলতঃ প্রাণ-ধর্ম্মী, বাহিরে বহুকে দেখলেও, মূলে সে এককে দেখেছে। এক জীবন্ত বীজ সৃষ্টির অনাদি সম্বেগে কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ইত্যাদি নানারূপে বিকশিত হ'লেও মূল রসধারাকে সে কখনও ভোলে নি। জীব, জগৎ, বিশ্ব, সামান্য হোতে বিরাট—সকলকেই সে গ্রহণ কোরেছে, একই প্রাণশক্তির বহু বিকাশ বলিয়া। একটী কুষ্মাণ্ডের গর্ভস্থ বীজগুলির প্রত্যেকের ভিতর অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত দেখেও, তাদের কাহাকেও মূলশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন কোরে ভারত কখনও দেখেনি।

আর্য্য ঋষিগণের উজ্জ্বল প্রতিভায় ধরা প'ড়েছিল—ঐ মূল প্রাণকেন্দ্র; এবং মূলের ভিতর তাহার মূল্য—শাশ্বত জীবন ও অপার আনন্দ উপলব্ধি করিয়া, ঋষিগণ বিশ্ববাসী সকলকে আহ্বান ক'রে বলিলেন—"তোমরাও এই কল্যাণতম রূপ দর্শন কোরে অমৃতত্ব লাভ কর। তোমাদের এই যে জগৎ, তোমাদের এই যে বিশ্ব—ঐ প্রাণকেন্দ্রেরই একটী স্ফোট মাত্র—উহাদের পৃথক্ কোন সত্ত্বা নাই।" ঋষিদের এই অনুভবসিদ্ধ সত্যকে অবলম্বন কোরে গড়িয়া উঠিল—ভারতের ভাবধারা। তাই ভারত সন্তান স্বীয় মাতার ভিতর দেখিতে পাইল প্রেমময়ী বিশ্ব-

জননীর সাক্ষাৎ আবির্ভাব, স্ত্রী স্বামীর ভিতর পাইল জগৎস্বামীর চিরন্তন আশ্রয়, বন্ধু বন্ধুর ভিতর পাইল অচ্যুত সখার সুমধুর আভাস, জাহ্নবী যমুনা-কবিকে সিক্ত কোরে তুলিল পরম করুণাময়ের "বিগলিত করুণায়"। ইহা ইউরোপীয় দার্শনিকদের যুক্তিসিদ্ধ বা অনুমানলভ্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা ঋষিদের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল।

অবশ্য এ কথাও বলা প্রয়োজন, জগৎকে তুচ্ছ কোরে, কেবলমাত্র ভাবগ্রাহী বা পরিত্রাণকামী লোকের সৃষ্টি করা ঋষি-গণের বা অবতারগণের কাম্য ছিল না। তাই ঋষিকল্প কয়েক জন বিচক্ষণ মহাপুরুষ সমাজকে সুশৃঙ্খলায় চালিত করার জন্য সমাজকে প্রধানতঃ উৎপন্নকারী, বণ্টনকারী ও রক্ষাকারী এই তিন শক্তিতে বিভক্ত করিয়া, সকলের পশ্চাতে রাখিয়া দিলেন, সর্ব্বসমন্বয়কারী—পারস্পারিক এবং নিত্যানিত্য সমন্বয়কারী নির্লিপ্ত, আত্মমহিমায় দীপ্ত, এক মহাশক্তি। এই বিধানে সমাজ চলিল বহুদিন ধরিয়া; কিন্তু বিধান বিধাতা নয়, বিধান কাল-আশ্রয়ী। তাই দেখিতে পাই কালের করাল ছায়া এল সেই বিধানের উপর। ক্ষমতায় স্ফীতকলেবর অহমিকার আবির্ভাবে, ম্লান হোয়ে গেল জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতিঃ, সত্যাশ্রয়ী ত্যাগী হৃদয় নতি স্বীকার করলো—ছলনায় অর্জ্জিত ধন ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারে। সেবা ও কর্ত্তব্যের স্থানে এল ধনলিপ্সা ও অধিকারের দাবী। ফলে, সমাজের মেরুদণ্ড গেল ভেঙে, অন্তর্দ্বন্দ্বে জাতি হোয়ে প'ড়ল হীনবল, মৃতপ্রায়। তাই যুগের প্রয়োজনে যখন আবশ্যক হ'ল

সংঘশক্তির, জাতি তখন আত্মকলহে শতধা বিচ্ছিন্ন; নিজের ভিতর সংহতি সে আন্‌তে পারলো না। ফলে, রাষ্ট্রস্বাধীনতা গেল। আবার ঘটনাচক্রে স্বাধীনতা ফিরে এসেছে, তথাপি জাতি তার স্বীয় সত্ত্বা হোতে, তার বৈশিষ্ট্য হোতে এখনও দূরে—বহু দূরে!

কিন্তু এক শুভ লক্ষণ, মধ্যে মধ্যে অবতারকল্প মহাপুরুষের আবির্ভাব হওয়ায় এবং তাঁহাদেরই শিক্ষার ফলে, অনেকেই ভারতীয় কৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি কোরেছেন এবং যুগের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রেখে, সেই কৃষ্টির পথে চলাই যে ভারতের পক্ষে এবং সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে—কল্যাণের একমাত্র পথ, এ বিষয়ে তাঁহারা নিঃসংশয়। তাঁহাদেরই মনোভাব অবলম্বন কোরে, দুই বৎসর পূর্ব্বে—যখন গত সাধারণ নির্ব্বাচন পূর্ণোদ্যমে চ'লছিল, সেই সময়—এই পুস্তকখানি লিখেছিলাম। সে সময় নির্ব্বাচন ব্যাপারে আমাকে উদাসীন দেখে' কেহ কেহ ক্ষুণ্ণও হোয়েছিলেন। যাক্ সে সব কথা, তবে আমি ভেবেপাইনে যে এই অবস্থায় যখন কি দু লাইন চিঠি লিখ্‌তে মন হোয়ে ওঠে বিকল, কলম হোয়ে পড়ে অবশ, আর বিশেষ কোরে যখন চোখের সাম্‌নে—জগতের সবই চোলেছে এক মহা আপনা-হারানোর পথে, সাধের এই জগতকে অনন্তের বুকে অস্তিত্বের আভাসমাত্রে পর্য্যবসিত কোরে, তখন "বিনিয়ে বিনিয়ে" ৮০।৯০ পৃষ্ঠার এক কাহিনী লিখ্‌বার কল্পনা বা সাহস ক'র্‌লাম কি কোরে। তথাপি যে লিখে ফেল্‌লাম, ঝোঁকই তাহার প্রধান

কারণ ব'লতে হবে। আর ঝোঁকের সঙ্গে ছিল, এই অবস্থার-পক্ষে স্বাভাবিক এক ব্যস্ততা। তাই লেখার মধ্যে বক্তব্য হোয়ে গিয়েছে হয় তো একটু বেশী, আর তুলনায় ঘটনা হোয়ে গিয়েছে, হয় তো, কিছু কম। অথচ জানি, সাধারণ মনকে সজাগ, সরস রাখতে হোলে চাই ঘটনার সংঘাত। ভাবিবার চিন্তিবার কথা যদি কিছু থাকে তা' হোলে সাধারণ পাঠক তাহাকে এড়িয়েই (skip over কোরেই) চ'লবেন। ইহা বুঝিয়াও সমাজের কল্যাণকামনায় দু'চারটী বিষয়ের অবতারণা কোরেছি। যথা—ভারতের পারিবারিক জীবনে মাতার স্থান—যদিও বহু পরিবারে প্রগতিবিরোধী তামসিক প্রকৃতির পিতামাতা রহিয়াছেন। যাহা হউক এই সব বিষয় অবতারণা করিয়া তাদের সমাধানের দিঙ্‌নির্ণয় হিসেবে কিছু লিখেছি পুস্তকের শেষের দিকে। আশা করি, পাঠক সহৃদয়তার সহিত বিষয়গুলি বিচার করিবেন। আর একটী কথা, নাটক নাটিকার ভিতর সঙ্গীতের এক বিশেষ স্থান থাকে কিন্তু এই পুস্তকে সঙ্গীত এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কাজেই যদি কেহ ইহাকে মঞ্চস্থ করিতে চান তা' হোলে চ'লতি গানের মধ্যে ২।১টি উপযোগী গান যোগ করিয়া লইবেন। ইতি—

জামতারা
অক্ষয় তৃতীয়া
—১৩৬১—

গ্রন্থকার

ভারত সন্তান

১ম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(মহাদেব বাবুর বাড়ী—গুরুজী উচ্চাসনে উপবিষ্ট—এক দিকে সরযূ ও তাহার মা—আর এক দিকে মহাদেব বাবু)

সরযূর মা—গুরুদেব—আমার পুত্রের অবস্থা তো এই, কলেজে প'ড়তে গিয়ে পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সব সম্বন্ধই কাটিয়ে দিয়েছে—না আসে বাড়ী, না দেয় চিঠিপত্র। মেয়েটীও ঐ এক রকম হোতে চলেছে। আর উনিও সদাই উন্মনা—সংসারের কোন কিছুতেই মন নেই। এই আমার অবস্থা, ছেলেটী উচ্ছৃঙ্খল, উনি উদাসীন আর মেয়েটী ভৈরবী।

গুরুজী—মা, ভগবানের সৃষ্টি পর্য্যায়ে তিনটী রসধারার উল্লেখ পাই। স্বর্গে স্বচ্ছ-সলিলা তরঙ্গহীনা মন্দাকিনী, পাতালে খরস্রোতা শব্দমুখরা ভোগবতী—আর আমাদের এই মর্ত্ত্যে স্নেহ সঞ্চারিণী করুণাময়ী ভাগীরথী। তোমার সংসারে মা, এই তিনটী ধারাই বর্ত্তমান দেখছি। তোমার স্বামীর

চিত্তভূমি ঊর্দ্ধলোকের দীপ্তি ও স্থৈর্য্যে প্রতিষ্ঠিত—সেখানে মন্দাকিনী প্রবাহিত—সংসারের খুঁটানাটীতে আত্মনিয়োগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মা, অতি ভাগ্যবতীরই এরূপ স্বামী হয়। আর, মা, আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি—তোমার সমস্ত সত্বাই অনুরণিত, এক অপূর্ব্ব মাতৃপ্রেমে। তোমার ভিতরে দেখতে পাচ্ছি—ভারতের মাতৃহৃদয়—আমাদের মর্ত্ত্যের ভাগীরথী। আর তোমার মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হোয়ে উঠেছে—পাছে তোমার কন্যা সন্ন্যাসিনী হোয়ে যায়—এই ভয়ে। তোমার কন্যা সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ কোরেছে। সুষুপ্তি ভেদ কোরে আধো-জাগরণের যে ভৈরবী সুর তার জীবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে উঠছে তাতে—অবশ্যই আছে একটা বিশ্ব কল্যাণের বিরাট আহ্বান—কিন্তু সে আহ্বান এক অপূর্ব্ব কমনীয়তায় আদ্র, তার ভিতর সন্ন্যাসের মূর্চ্ছনা তো পাচ্ছি না।

(সরযূর প্রতি)—আমার কথা শুনে কি দুঃখিত হলে?

সরযূ—গুরুদেব, তবে কি আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হবে, ব্রত পণ্ড হবে?

গুরুদেব—না, মা, তোমার ব্রত সার্থকই হবে। পূর্ণ বিশ্বাস ও নিষ্ঠা নিয়ে তুমি তোমার ব্রত উদযাপন কোরে যাও। আমরা—পাগল, তাই ভবিষ্যৎ যবনিকা উত্তোলন কোরতে প্রয়াস করি। তোমরা নিশ্চয়ই জেনো—যখন আমরা ভগবৎসত্বা বা চির-বর্ত্তমানতা ক্ষেত্র হোতে নেমে এসে ভূত ভবিষ্যৎ নিয়ে নাড়া চারা করি ও সেই সম্বন্ধে কিছু

বলতে চাই—তখন তাতে থাকে অনেকটা পরিমাণে অনুমানের খাদ মেশানো। যাই হোক—আমি প্রার্থনা করি—তোমার ব্রত সার্থক হোক। জগজ্জননীর—অভি-ব্যক্তির যন্ত্র স্বরূপ হোয়ে গুরূপদিষ্ট—পন্থায় সমাজে স্ত্রীশিক্ষা দানের— জন্য নিজেকে তৈরী কর। জানো তো- একটী স্ত্রী শিক্ষিতা হোলে—একটী পরিবার শিক্ষিত হোয়ে ওঠে — পুরুষ শিক্ষা অনেকটা আত্ম-কেন্দ্রিক (সরযুর মার প্রতি—তাকাইয়া)—আর, মা, তোমার পুত্রটা কিছু দিনের জন্য প'রে গেছে ভোগসর্ব্বস্ব এই যুগ-ধর্ম্মের ঘোর আবর্ত্তে। এ সম্বন্ধে, মা, ধৈর্য্য অবলম্বনই একমাত্র উপায়।

মহাদেব বাবু— এই যুগধর্ম হোতে কি পরিত্রাণ নেই ?

গুরুজী— লোকের ব্যারাম হয়—কিন্তু জীবনীশক্তি ঠিক থাকলে ব্যারাম চিরস্থায়ী এমন কি দীর্ঘ স্থায়ীও হোতে পারে না- সনাতন ধর্ম্মই এই জীবনী শক্তি। ঐ কৌটার ভিতরই নিহিত আছে বিশ্বের প্রাণ শক্তি, জগতের শান্তিও সার্থকতা।

সরযু—আমার সাথীরা স্ত্রীস্বাধীনতা, female liberty এই সব কথাই যাত দিন বলে থাকেন।

গুরুজী—মা সরযু! স্বাধীনতা বা liberty কে আমরা—একটি নেতি বাচক শব্দরূপে গ্রহণ কোরেছি—অর্থাৎ আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মের উপর যেন কোন বাধাই না থাকে। কিন্তু—স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। স্বাধীনতার প্রকৃত

অর্থ, স্বার্থকেন্দ্রে চির প্রতিষ্ঠিত যে সত্য শিব সুন্দর সত্ত্বা রয়েছে—প্রতি জীবের অন্তরেই রয়েছে—তাঁরই সেবা করবার, তদনুসরণে কর্ম্ম ক'রবার অবাধ সুযোগ। পুরুষ ও নারী—উভয়েরই একই নিয়ম, তবে চলবার ঢং স্বতন্ত্র। নারী চ'লবে শ্রদ্ধার বিকীরণে, নারীত্বের বিকাশের পথে। ভারত নারীর—নারীত্ব সাধনা, মাতৃত্ব তার সিদ্ধি।

সরযূর মা—বাবা, বেলা হোয়ে গেল। স্নানাদির সময় হ'ল।

গুরুজী—চল, উঠি।

সরযূ—গুরুদেব আর একটা কথা। স্ত্রীলোকেরা যে কঠোর ব্রত উপবাস করে, তার কি কোন সার্থকতা আছে? কর্ম্মদ্বারাই তো সব নিয়ন্ত্রিত।

গুরুজী—সরযূ, মাটির আকুতিতে মেঘের জল নামে কি না বলা শক্ত কিন্তু সেই আকুতিতে মাটি তার স্বীয় অন্তরস্থ সমস্ত রসটুকুকে নিঙড়ে নিংশেষে সঞ্চারিত কোরে দেয় তার বুকের সামগ্রী ঐ বৃক্ষ-লতার শিরা-উপশিরায়। আবহমান কাল এই যে ব্রত পার্ব্বণ চ'লে আসছে তার ফলে, দেখ, সমস্ত ভারত জুড়ে সমাজের সমস্ত স্তরে এমন মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম, স্ত্রীর অনুরাগ দেখা যায়—যা পৃথিবীর আর কুত্রাপি—পাওয়া যায় না; কাজেই এটাকে নষ্ট করা উচিত নয়, বরঞ্চ এটা যাতে—পবিত্রতর ও সময়োপযোগী হয়—স্বীয় কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টি কল্যাণের জন্য

অনুষ্ঠিত হয়, তারই চেষ্টা করা উচিত। চল—ভেতরে যাওয়া যাক্—, দেরী হোয়ে যাচ্ছে।— (প্রস্থান)

(একটী উদাসী গান গাইতে গাইতে যাইতেছে)

ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটী বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশে জনম যেন এই দেশেতে মরি।

২য় দৃশ্য।

জঙ্গল।

(অরণ্য মধ্যে রাস্তা—মধ্যস্থলে চারিজন লোক—কিছু পরেই দুই দিক হইতে দুইজন লোক—একজন cycleএ)

ইস্মাইল—ভাই, ঐ রাস্তা ধরেই ছোট বাবু আসছেন। চল্ আমরা এই বনে লুকিয়ে থাকি। যেই তিনি পার হবেন অমনই পেছন থেকে—

২য়—তা' হ'লেই—একদম্ খতম্। আর আমাদেরও হুঁ হুঁ এক—একশো কোরে—বুঝতেই পার্‌চো।

৩য়—তা পেছন দিক দিয়েই বা কেন? আমরা ৪।৪টা যমদূতের মত লোক—সম্মুখে গিয়েই শেষ ক'রতে বা কতক্ষণ?

ইস্‌মাইল—তা ঠিক্ কথাই বটে। তবে কথা হচ্ছে—বাবুর সঙ্গে চোখে চোখে হোয়ে গেলে হয় তো হাত উঠবে না—

হয় তো মনে পড়ে যাবে ছোটবাবু আমাদের কত খাওয়াইয়াছেন, কত সময় কত সাহায্য কোরেছেন।

৪র্থ—দেখ্ ইস্‌মাইল—তুই আর আমাদের এ সময় মনটাকে নরম কোরে দিস্ না। আর কথা দিয়ে এসেছি; কথার খেলাপ করা একটা মহাপাপ, তা জানিস আর এক এক শো কোরে টাকা—। চল, শীগগির লুকিয়ে পড়ি।

(আক্রমনোদ্যত দুর্ব্বৃত্তদের নিষ্ক্রমণ, সঙ্গে সঙ্গে দুই দিক হইতে দুইজনের প্রবেশ)।

ছদ্মবেশী—খবরদার দুর্ব্বৃত্তগণ (রিভলভার বাহির করিয়া) এই দেখ, হাতে মরণাস্ত্র—এক পা এগিয়েছ কি এক এক ফায়ারে তোমাদের জীবন শেষ—!

ইস্‌মাইল—দোহাই আল্লা। আমি ছোটবাবুকে বাঁচাবার জন্যই এদের সঙ্গ নিয়ে বাহির হ'য়েছি। এখন নয়, তখন নয় কোরে এদের বাবুদের জমিদারীর বাইরে এনেছি। যখন ছোটবাবুর জীবন নাশের কথা উঠ্‌লো—তখন রাগে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপতে লাগলো, কিন্তু চট্ কোরেই মতলব কোরে ফেল্‌লাম এদের সঙ্গেই যাবো, আর এরা যখন লাঠি উঁচোবে তখন সে লাঠি এসে পড়বে আমার লাঠির উপর না হয় আমার মাথার উপর। আমার মাথা আস্ত থাক্‌তে ছোটবাবুর উপব আঘাত প'ড়বে, এ হোতেই পারে না।

ছদ্মবেশী—যাক্ তোমরা এস্থান এখনই পরিত্যাগ কর।

অলোক—কিন্তু ইস্‌মাইল যাবে কোথায়? আমাদের জমিদারীতে কি আর ও থাক্‌তে পাববে। ইস্‌মাইল তুমি আমার সঙ্গে থাক।

ছদ্মবেশী—কিন্তু আপনার নিজের নিরাপত্তাই বা কোথায়? ওরা চ'লে যাক্। ওরা বলুক্ গে, ওদের কার্য্য সমাধা কোরে এসেছে আর নিজ নিজ পাওনাটা আদায় ক'রে নিক্‌গে।

দুইজনে—হাঁ বেশ কথা; বেশ কথা। —(অলোকের প্রতি) —আর আপনি আমার সঙ্গে আসুন। (দুর্বৃত্তদের প্রস্থান)।

অলোক—কোথায়?

ছদ্মবেশী—আমি যেখানে নিয়ে যাই।

অলোক—সেটা জানা আমার নিশ্চয়ই উচিত।

ছদ্মবেশী—যদি আমাকে বিশ্বাস করেন—আমার সঙ্গে চলুন।

অলোক—কিন্তু আপনার পরিচয় কি পেতে পারি নে?

ছদ্মবেশী—না, পরিচয় দেবার উপায় নেই। আর যদি পরিচয় দিতাম্, তো সে একটা ভীষণ রহস্যময় ব্যাপার হোতো। এই দেখুন, তার প্রথম নিদর্শন—এই যে রিভল্‌ভার দেখ্‌ছেন, যা দেখে এই লোকগুলো থরহরি কম্পবান্ হ'লো, এটা মাত্র একটা "টয়" রিভল্‌ভার।

অলোক—"টয়" হলেও, এ আমার জীবন রক্ষা ক'রেছে। এই "টয়" এ দেখ্‌ছি কাকেও মারতে না পারলেও, বাঁচান যেতে পারে। হাতের গুণ বলব।

ছদ্মবেশী—এত বড় ব্যাপারের পরও তো আপনাকে বিচলিত দেখ্‌ছি না, আমার ভেতরটা কিন্তু থর্‌ থর্‌ কাঁপছে।

অলোক—এত বড় একটা বীরত্বের কাজ কোরে—এই স্ত্রীসুলভ দুর্ব্বলতা তো উচিত নয়।

ছদ্মবেশী—বীরত্বের কাজ ক'রেছি—এ কথা তো আমার মনে আস্‌ছে না। আর শিকারীর পায়ে কাঁটা ফোটার দরুণ শিকার যদি পালিয়ে যায়, তাতে কাঁটার কৃতিত্ব কতটুকু? যাক্ আমি বুঝ্‌ছি, আপনার কিছুদিন কোন নিরাপদ স্থানে থাকা প্রয়োজন। তাই বলি, আমার কথা যদি গ্রহণ করেন আপনি মহাদেববাবুর বাড়ী গিয়ে কিছুদিন থাকুন সেখানে আপনি প্রয়োজন মত অনায়াসেই থাকতে পারবেন ও শান্তিও পাবেন। আমার অনুরোধ, আপনি সেখানেই যান, এই সোজা যান, মাইল খানেক গিয়েই ডান দিকে রাস্তা ঘুরেছে, সেই রাস্তা ধ'রে আধ মাইলটেক গেলেই মহাদেববাবুর বাড়ী। আপনি যান। আমার পরিচয়ের জন্য জিদ করবেন না। জীবনে ঘটনাচক্রে এমন কত পরিচয় হবে, মনে তার দাগটুকু পর্য্যন্ত থাক্‌বে না। যান, আপনি এই সোজা যান।

অলোক—হাঁ তাই যাই, পরিচয় আর চাইব না। তবে ইহার দাগটুকু পর্য্যন্ত মনে থাকবে না, এ কথা বলতে পারি নে। (অলোকের প্রস্থান)।

ছদ্মবেশী—যাই, আমি অন্য পথ দিয়ে যাই। ভদ্রলোকের

পঁহুছিবার পূর্ব্বেই বাড়ী পঁহুছিব। রোমাঞ্চকর ঘটনার পর, হৃদয়ের সম্বেগে হয় তো একটু বেশী কথা বলা হ'য়ে গেল। তা আর কি করা যায়? (প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

(মহাদেব বাবুর বর্হির্বাটীতে বসিয়া মহাদেববাবু ও অজয়ের কথোপকথন)

অজয়—প্রকৃত কথা, আমাদের লক্ষ্য সামাজিক সাম্য', ভয়ঙ্কর বা হিংস্র কাজ, উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে।

মহাদেব—কিন্তু হিংসা এমন জিনিষই নয় যে তোমার কাজটী কোরে সে স'রে প'রবে—ধ্বংস সাধনে হিংসার নিবৃত্তি হয় না বরঞ্চ তার চাহিদা অনেক বেশীই হয়। হিংসা দ্বারা সাম্য স্থাপন অসম্ভব। দেখেছো তো কাটারি তেতে লাল হয়ে উঠ্‌লে তা'দ্বারা কিছুই কাটা যায় না।

অজয়—ধনিকদের প্রকাশ্য শয়তানী, বুদ্ধিজীবীদের তলে তলে সেই ধনিকদেরই দাসত্ব, আর কতকগুলি ফাঁপা মানুষের সরকারী মুরুব্বিয়ানা, এই তো সমাজ। এ সমাজকে কি ভেঙে চুরমার করা উচিত নয়?

মহাদেব—ভেঙে চুরমার আপনিই হবে, আর তখনই হবে, যখন গড়ে উঠবে, একটা নূতন সুসংযত গোষ্ঠী। সমাজে প্রকৃত সাম্য আর রাষ্ট্রে ন্যায়—এটা যুগের আহ্বান,

বিরাটের নির্দ্দেশ। ঐ অবস্থাকে আসতেই হবে। তবে রক্তপাতের ভেতর দিয়ে আসা কাম্যও নয় আর ভারতের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। শোন, হিংসা বা অহিংসার বিচারে আমরা কোন সিদ্ধান্তেই আস্‌তে পারবো না। যেতে হবে, কথার মূলতত্ত্বে। সৃষ্টির মূলে, সকলের মূলে রয়েছে প্রেম ও আনন্দঘন সত্ত্বা, যার চাপে, যার সংস্পর্শে প্রকৃতি, প্রতি অন্তরে জাগাচ্ছে ক্ষুধা, অতৃপ্তির দুর্জ্জয় এক সম্বেগ আর বাইরে নিত্যনূতন সামগ্রী সম্ভার সৃষ্টি কোরে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেই দিকে। মানুষ মূল ভুলে গিয়ে বিভ্রান্ত হোয়ে তারই পেছনে, প্রকৃতির সেই হাতছানির পেছনে কত ছুটাছুটি কোরে, শেষে শূন্যগর্ভ অন্ধকারে আত্মসমর্পণ কোরে জীবনলীলা সাঙ্গ' কোরছে। শোন, অজয়, আবার বলি, অন্তরের গভীরতম দেশে নিহিত রয়েছে অমৃত, তার উপরিভাগকে চঞ্চল আলোড়নে ক্ষুব্ধ ক'রলে উত্থিত হবে মাত্র হলাহল, যে হলাহলের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কোরছে আজ ইউরোপ। অজয় সে হলাহলের আমদানী আর কোরো না। যেটুকু এসে গেছে তাকে বিদায় দাও, বা রূপান্তরিত কর সেই তপস্যাদ্বারা যে তপস্যা দিয়েছে বা দিতে পারে অমৃতের সন্ধান। ঐ দেখ, ইউরোপ কি ঘোর নেশায় পড়ে গেছে, ধ্বংসের বিভীষিকা সে অহরহ দেখ্‌ছে, আতঙ্কিত হ'চ্ছে, কিন্তু থামবার উপায় নাই। ইউরোপের পক্ষে এমন একটা

যুগ এসেছে যে সে তবেই বাঁচতে পারে যদি সে বস্তুবিজ্ঞান ছেড়ে আত্মানুশীলনে আত্ম নিয়োগ করে। ভারতের পক্ষে অবশ্য এখন বস্তুবিজ্ঞান প্রয়োজন কিন্তু ভারত যদি আত্মানুশীলন পরিত্যাগ করে সেটা হবে, তার পক্ষে আত্মহত্যা।

অজয়—আচ্ছা, ইউরোপে এত বুদ্ধিমান লোক থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা একটা প্রতীকারের ব্যবস্থা কেন কোরতে পারছেন না?

মহাদেব বাবু—তোমার প্রশ্ন ঠিক। তবে কথা হচ্ছে, সাধারণতঃ বুদ্ধি বলতে যাহা লোকে বোঝে সেই বুদ্ধি, সাম্য ও শান্তির পথ দেখাতে পারে না, সে বুদ্ধি চিরকালই স্বার্থ ও সংঘর্ষের রাস্তায় নিয়ে যায়; কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বৃত্তি আছে, যাকে আমরা অন্তর বা হৃদয় বলি, যে হৃদয় হোতে প্রবাহিত হয় স্নেহ, দয়া, সহানুভূতি। দেখ, প্রত্যেক লোক বুদ্ধি দ্বারা অর্জন করে প্রতিপত্তি, অর্থ ইত্যাদি আর হৃদয়ের দ্বারা আবৃত হোয়ে পড়ে কতকগুলি কর্ত্তব্যের মধ্যে! এই বুদ্ধি ও হৃদয়ের সংঘর্ষ চলে আসছে চিরকাল; আর এক রকম একেই রূপ দিয়ে ঋষিগণ রচনা কোরে গেছেন কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, দেব ও অসুরের যুদ্ধ।

হৃদয় নিয়ে যায়—সত্য শিব সুন্দরের দিকে—বুদ্ধি ফেলে দেয় ঝঞ্ঝাট, কোলাহলের ভিতর।

(আলোকের প্রবেশ)

আলোক—আপনিই কি মহাদেব বাবু ?

মহাদেব বাবু—হাঁ, তুমি কোথা হ'তে আস্ছ ?

আলোক—সে অনেক কথা—। এখন আমার প্রয়োজন ২।১দিনের জন্য আশ্রয়।

মহাদেববাবু—বেশ, তুমি নিশ্চিন্ত মনে যতদিন প্রয়োজন, থাকতে পার।

(ভিতর হইতে সবয়ু) বাবা, ঢেঁকীতে মার আঙ্গুলটা কেটে গেল।

আলোক—এই আমার কাছে—first Aid Box আছে। তাতে প্রয়োজনীয় সব ঔষধই আছে।

মহাদেব বাবু—আচ্ছা, চল তো বাবা। অজয়, তুমি একটু বস, আমরা এখনই আসছি।

অজয়—ভদ্রলোককে, আমার কেমন মনে হচ্ছে। পরণে খদ্দর, সঙ্গে স্কাউটের সরঞ্জাম। গায়েও বেশ শক্তি আছে মনে হয়। তবে একটু ভালো মানুষ, ভালো মানুষ মনে হয়।

(মহাদেব বাবুর পুনঃ প্রবেশ)

মহাদেব বাবু—বেশী কিছু হয় নি। তাও ছেলেটী একটু বেঁধে দিল। ছেলেটী একটু জলটল খেয়ে আস্ছে। দেখ, অজয়, তুমি যে বল্ছিলে কোন প্রকারে রাষ্ট্রশক্তিটা হস্তগত কোরতে পারলেই, সব সমস্যা সমাধান কোরতে

পারবে সেটা মস্ত ভুল কথা। মনে কর ভগবান্ বুদ্ধ যদি রাজ্য ত্যাগ না কোরে মাত্র গোটাকতক ভাল বিধান কোরে যেতেন, তা হ'লে মনুষ্য সমাজের জন্য তিনি কতটুকু উপকার কোরতে পারতেন?

এই যে তুমি এলে—যাও তোমরা একটু বেড়িয়ে এস আমি ভিতরে যাই—। (সকলের প্রস্থান)

উদাসীর গীত—

আমি সেথা কি গাহিব গান···ইত্যাদি

৪র্থ দৃশ্য

(মহাদেববাবুর বাড়ীর নিকটস্থ একটী পল্লী মাঠ)

অলোক—না আঘাত বেশী কিছু নয়, একটু ধুয়ে আইডিন্ দিয়ে বেঁধে দিলাম। কিন্তু যেটুকু সময় ছিলাম তারই মধ্যে লক্ষ্য ক'রলাম, মায়ের প্রাণে আছে এক প্রচণ্ড বেদনা তার ছেলের ব্যবহারের জন্য। মহাদেববাবু অনেকটা উদাসীন। বেদনায় অভিভূত মায়ের স্নেহধারা নিজ সন্তানের নিকট আহত হোয়ে, অযুত-ধারায় ছড়িয়ে পড়তে চায় চতুর্দ্দিকে। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার নিকট হোতে যে মমতাপূর্ণ ব্যবহার পেলাম, তা' বর্ণনাতীত। তাঁর স্নেহের দৃষ্টি আমার অণুপরমাণুকে ভেদ কোরে

যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন ঐ দৃষ্টির মধ্যে ডুবে থাক্। আচ্ছা, আপনিই বা কি সূত্রে এখানে এলেন।

অজয়—আপনাকে আমরা বড় ভাল লাগ্ছে। আমার মনের কথা, প্রাণের আবেগ যেন সব লুটিয়ে পড়তে চায়—আপনার কাছে। আপনার পরিচয় কি জান্তে পারি।

অলোক—পরিচয় বেশী দেবার উপায় নেই, তবে এইটুকু ব'লতে পারি—আমি একজন গৃহহীন গৃহী, ধনহীন ধনী কর্ম্মহীন কর্ম্মী। আচ্ছা বলুন একটা কথা, আপনাকে কি আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোরতে পারি।

অজয়—বিশ্বাস! আমাকে? না না এত সহসা নয়! তবে শুনুন আমার বর্ত্তমান অবস্থা। আমি কলেজে পড়ি, আর সম্প্রতি যোগদান ক'রেছি একটী সমিতিতে, যার নাম "প্রগতি চক্র", এর প্রধান নায়িকা এক জমিদার কন্যা, আর মহাদেববাবুর পুত্র রমেশ ইহার এক বিশিষ্ট মেম্বর, আর সেই সূত্রেই আমি একদিনের জন্য এখানে এসেছি! কিন্তু এখানে এসে মহাদেববাবুকে দেখে আর রমেশের মার কথা জেনে চক্রের উপর আমার শ্রদ্ধা যেন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তবে চক্রের বহিরাবরণ অতি সুন্দর অনেক যুক্তিপূর্ণ ভাল কথাই আছে, কিন্তু তার অন্তরে স্বার্থ বৃত্তি পূরণের উদ্দাম আবেগ ছাড়া আর কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। তৎসত্ত্বেও তাদের মোহজাল বিস্তার

ক'রবার এমন এক শক্তি আছে যেটাকে আমি কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি নি। যাওয়া আসা আমি ক'রতে লাগলাম, তাদের বুলিই আমি আওড়াইতে লাগলাম—কিন্তু আমাকে একটু দোলায়মান দেখে আমারই উপর তারা দিয়েছে, এক সাংঘাতিক কাজের ভার। এটা বোধ হয় চক্রের বিশেষ কৌশল Special technique—একবার মাথা মুড়োতে পার্‌লে হয়।

অলোক—কি এমন সাংঘাতিক কাজ ?

অজয়—ব'লব ? বিশ্বাস কোরে সব কথা বলেই ফেল্‌ব ? বিশ্বাস করব ?

অলোক—ভাই. শ্বাস থাক্‌তে বিশ্বাস কেমনে সম্ভব ? লোকে বলে বটে এতে বিশ্বাস, ওতে বিশ্বাস, ভগবানে বিশ্বাস, ওসব একটা গোঁজামিল কথা।

অজয়—না, ভাই, ব'লবই তোমাকে সব কথা, না বলে থাকা অসম্ভব আমার পক্ষে। যা হবার হবে। শোন আমার কথা, শোন এই প্রগতি চক্রের কথা। চক্রনায়িকা ও তার পিতামাতার সহিত চক্রনায়িকার কাকার অনেক দিন হ'তেই মনোমালিন্য চল্‌ছিল। আর সেটা চরমে ওঠে এই নায়িকার জন্মতিথি উপলক্ষে। সে দিন ছোট ভাই তাঁদের বংশের প্রথা অনুসারে নিমন্ত্রণ কোরতে চাইলেন দেশের সাধারণ লোককে আর বড় ভাই তাঁর স্ত্রীর নির্দ্দেশে নিমন্ত্রণ কোরলেন ধনীদের ও তাঁহার কন্যার

কলেজ বন্ধুদের। এই নিয়ে বেশ একটু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'ল। জমিদারবাবু তাঁর স্ত্রীর আহত অভিমান শান্ত করবার জন্য খুব রাগতভাবেই বলেছিলেন—'কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কোরে কেউ জলে বাঁচতে পারে না', ব্যাস এই কথার ভেতর "চক্র" বের কোরে নিল একটা প্রকাণ্ড ইসারা, আর সেই দিনই ষড়যন্ত্র চ'লতে লাগলো--কি কোরে ভাইটিকে শেষ করা যায়। আমি যখন চক্রে যোগদান করি তখন এই ষড়যন্ত্র চল্‌ছে পূর্ণমাত্রায়। তবে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে মা ও মেয়েকে দেখিনি এবং ষোল আনা সব জানেন কি না তাও ব'লতে পারি নে।

অলোক—এখন আমি বলি তোমাদের প্রগতিচক্রের নায়িকার নাম জুলিয়া তার পিতার নাম বিজলীবাবু আর তার কাকার নাম অলোক, যে অলোক তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে।

অজয়—আপনিই অলোকবাবু! (উচ্চৈঃস্বরে) অলোকবাবু পালিয়ে যান, পালিয়ে যান। না না থাকুন এইখানে বাঁচান আমাকে, বাঁচান আমাকে এই দানব যন্ত্রটার হাত হোতে (রিভলভার বাহির করিয়া)। যখন হোতেই এ আমার কাছে এসেছে, এর অগ্নি নিঃশ্বাস আমার ভেতরটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই কোরে দিয়েছে। দেখ ভাই দেখ আমার বুকে হাত দিয়ে। (দু'এক সেকেণ্ড

চুপ থাকার পর) মহাদেববাবুর সঙ্গে যখন কথা ব'লছিলাম কেবলই মনে হ'চ্ছিল, করে ফেলি আত্মসমর্পণ, ফেলি বলে সমস্ত কথা। কিন্তু বড় ভাল লোক, প্রচণ্ড আঘাত পাবেন তাই ছিলাম কোন প্রকারে আত্মসম্বরণ কোরে। এখন করি কি ?

অলোক—প্রথম কাজ ফেলে দাও নদীগর্ভে ঐ যন্ত্রটাকে।

অজয়—ফেলে দেবো ? না, অলোক, ফেলে দেব না, এটাকে দিয়ে আসবো বিজলীবাবুকে আর জানিয়ে দিয়ে আসবো এই রিভল্‌ভার অজয়ের জন্য, জয় কোরেছে এমন একটা জিনিষ যা আজ পর্য্যন্ত কোন কামান বন্দুক জয় কোরতে পারি নি। আজ হোতে আমার একমাত্র পরিচয় অলোকের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ভাই তুমি থাকো মহাদেব-বাবুর বাড়ীতে ২।১ দিন। আমি তারই মধ্যে বিজলী-বাবুকে এইটে দিয়ে আসব।

(প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য

(বিজলী বাবুর বসত বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গন, ফুলের টব ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত, উপস্থিত—বিজলী বাবু, তাঁর স্ত্রী (বিমলা দেবী), জুলিয়া, রমেশ ও কয়েকটী যুবক)

জুলিয়া—বাবা, তুমি কাল পিক্‌নিকে গেলে না, কি **grand arrangement**। ক্লাবের সব মেম্বরকেই, আমার **organising capacity** কে মান্‌তে হল।

২

বিজলী বাবু—একেই বলে genius। India তে আজকাল-এরকম ২।১০টী genius দেখা যাচ্ছে।

বিমলাদেবী—সবই তো ভাল, তবে দল আর club এত না হওয়াই ভাল।

জুলিয়া—মা, তুমি চুপ কর। তুমি এগোতেও জাননা পেছুতেও জাননা, (বিজলী বাবুর খুব হাস্য)। লাঠি খেলার সব item এ আমিই ফার্ষ্ট হলাম, রমেশ বাবুরা সব গেলেন হেরে।

বিমলা দেবী—ওরা হেরেই মনে করে, জিতলাম।

জুলিয়া—আর target shooting ? তাতে যে cent percent hit, একটীও miss নয়।

বিজলী বাবু—Any fatl er ean be proud (কথা আরম্ভ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অজয়ের প্রবেশ)

অজয়—কিন্তু miss হয়, Miss Julia, আসল target ই miss.

বিজলী বাবু—কি কথায় কি কথা আনলে তোমরা। তোমরা জুলিয়াকে ঠিক appreciate ক'রতে পারলে না।

অজয়—appreciation এ আপনারও কিছু বাঁকী আছে। সেই ত্রুটীটুকু পূর্ণ কোরে দেবে, এই revolver এর কাহিনী।

(revolver প্রদর্শনে সকলেই আতঙ্কিত)

বিজলী—একি revolver ? কোথায় পেলে এই revolver ?

অজয়—যাঁর অব্যর্থ নিশানা, নিশানা ক'রতে হাত টলে না, plan করতে বুকে কাঁপে না, জবাব দেবেন তিনিই।

জুলিয়া—এ revolver আমাদের বাড়ীর নয়।

অজয়—না তা নয়।

বিজলী বাবু—(কর্কশস্বরে) কই দাও আমাকে revolverটা।

অজয়—কি ক'রবেন নিয়ে এই revolver ? দেখতে কি পাবেন ওতে নিশ্চিন্ত নিরপরাধীর অসঙ্কোচ বুকের উপর সহসা বজ্রাঘাত ? দেখতে কি পাবেন ওতে রক্তের সেই উষ্ণ প্রবাহ যে প্রবাহ চিরকাল বহন কোরে এসেছে জাতির গৌরব, বংশের মর্য্যাদা, ভ্রাতার স্নেহ ? (বিজলী বাবুর চীৎকার—ভ্রাতার) শুন্‌তে কি পাবেন ওতে ভাই এর করুণ কণ্ঠ, যে কণ্ঠ একবার "দাদা" ব'লে শেষ আক্ষেপ মিটিয়ে নিল ?

বিজলী বাবু—অজয়, অলোককে কে খুন করল ? কোথায় খুন করল ? কেন খুন ক'রলো ? খুন্, হত্যা ! বল, বল, শীঘ্র বল, যাবো এই মুহূর্ত্তে, নেব, নেব তুলে বুকে, হউক সেই মৃতদেহ। শীঘ্র বল, নচেৎ নিস্তার কাহারও নেই । দাও revolver।

অজয়—অধীর হবেন না, অলোক প্রাণে বেঁচে আছে।

বিজলী—আঁ। প্রাণে বেঁচে আছে ! বল বল অজয়, অলোক বেঁচে আছে ? নিঃশ্বাস বচ্ছে। হেঁটে বেড়াচ্ছে।

অজয়—অলোক মরেনি, নইলে এই revolver হাতে কোরে আপনার কাছে আসতে কখনই সাহস করতাম না।

বিজলীবাবু—উঃ এত দূর, এত দূর। যাও তোমরা সকলে।

অজয়—আমিও যাই, রিভলভারটা রেখে দিয়ে যাচ্ছি।

(অজয় ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

বিজলীবাবু—তুমিও যাবে? যাও, তবে অলোক যদি বেঁচে থাকে, তো সংবাদ দিও, একবার দেখা কোরে আস্‌বো। এ বাড়ীতে তার আসার প্রয়োজন নেই। আমিই যাব দেব তুলে তারই হাতে এই revolver! না, না, না, থাক ওসব কথা, আর ভাব্‌তে পারছি না, দেখা কোরো সময়ান্তে।

(অজয়ের প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

মহাদেব বাবুর বাড়ীর নিকট এক মাঠে অলোক বিচরণ করিতেছে এমন সময় অজয়ের প্রবেশ—

অলোক—তোমার কয় দিন দেরী হওয়ায় আমি খুবই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলাম।

অজয়—হঁা, তোমার দাদাকে revolverটি দিয়েই সেখান হ'তে চলে যাই। আমি সেখানে কিছুমাত্র বিলম্ব করি নি, কারণ আমারই এক পৈশাচিক ছায়া আমি সেখানে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। তবে তোমাদের বাড়ীর কিছু দূরেই আমার এক বন্ধু থাকেন—তাঁরই বাড়ীতে দু'দিন থাক্‌তে হ'ল। সেই খানেই একটি লোকের মুখে শুন্‌লাম কি একটা গভর্ণমেণ্টের দেনার দায়ে তোমাদের জমিদারীটা বিক্রী হোয়ে যেতে পারে। তোমার দাদা অন্য কোথাও টাকা যোগাড় কোরতে পারেন নি, কি করেন নি—বল্‌তে পারিনে—তবে শুন্‌লাম

একবার তাঁর স্ত্রীর কাছে টাকা চেয়ে ছিলেন কারণ তাঁদের যে অলঙ্কার আছে তাতে ঐ দেনা অনায়েসেই শোধ হ'তে পারে। তাঁর স্ত্রী অলঙ্কার তো দেনই নি, বরঞ্চ এই প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হোয়ে কন্যাকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গিয়েছেন--আমি যাওয়ার দু দিনের মধ্যেই এই সব ঘটনা।

অলোক—তা'হলে, দাদা একলাই আছেন ?

অজয়—হুঁ। অলোক, তুমি আশ্চর্য্য হোয়ো না—তোমার দাদার মত বহু লোক আমি দেখেছি। তবু বিজলীবাবুর বাহাদুরী ব'লব যে, তিনি এজমালি সম্পত্তির জন্য স্ত্রীকে গহনা চাইতে সাহস কোরেছিলেন।

অলোক—আচ্ছা ভাই, সামান্য টাকার জন্য জমিদারীটা বিক্রী হোয়ে যাবে—এর কি কোন উপায় করা যায় না ?

অজয়—এই পাপ জমিদারীর জন্য তোমার কি লোভ বল তো ?

অলোক—আমার কিছু মাত্র লোভ নেই, কখনও ছিল না—তবে দাদার জন্যই চিন্তা। তিনি এখন চারিদিকেই অন্ধকার দেখছেন।

অজয়—অলোক, এই সব তরলচেতা পুরুষের প্রকৃতি তুমি জান না। জমিদারী ফিরে আসুক—তারপর বর্ত্তমান অন্ধকার ভেদ কোরে যে সূর্য্য উঠ্‌বে সে তোমার ঐ বৌদিদি, তাঁর সমস্ত বিলাস সম্ভার নিয়ে। যাক্ এ পাপ লুপ্ত হোয়ে যাক্।

অলোক—জমিদারী লুপ্ত হোয়ে যাক্—তাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই—কিন্তু সৃষ্টি হবে একটা অন্ধকারময় Vaccuum ভাল মন্দ কিছুই থাক্‌বে না।

অজয়—কথা ঠিক, কিন্তু অত টাকা পাওয়া যাবে কোথায় ?

অলোক—দেখ, আমাদেরই জমিদারীর এক প্রান্তে রামপুর নামে একটি গ্রামে আমি থাক্‌তাম, ওখানকার চতুর্দ্দিকের গ্রামবাসীদের সহিত মেলামিশি কোরেছি আর সময় অসময় অনেক প্রকারে সাহায্য ক'রেছি। সেই প্রজারা যদি জানতে পারে—আমি বিশেষ অভাবে পড়েছি, আমার বিশ্বাস—তাহারা সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য ক'রবে।

অজয়—আচ্ছা বেশ, একবার চেষ্টা কোরে দেখা যাক্, আর মহাদেববাবুকে ব'লে আজই রওনা হওয়া যাক্।

অলোক—হাঁ চল। চাঁদা তুলবো—চাঁদা উঠ্‌বেও আর চাঁদার টাকা থাক্‌বে তোমারই কাছে। চাঁদার প্রথম আদায় এই নাও—আমার হাতের এই কবচ—এতে বেশ কিছু সোনা আছে। এটা আমার মা আমার "রক্ষাকবচ" ব'লে সংগ্রহ কোরেছিলেন। চল, যাওয়া যাক্।

(প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য

রামপুর

অলোকের কর্ম্মক্ষেত্র—একটীঘর

অজয়—কি সুন্দর এই গ্রামের লোকগুলি—অবস্থাও ভাল, স্বভাব ও সুন্দর। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রাম ও লোক আর কোথায়ও দেখেছি ব'লে মনে হয় না—একটী শুক্‌নো পাতা, বা, খড় কুটো পড়ে থাক্‌তে—কোথাও দেখলাম না, আর এক ছটাক জমি কোথায়ও প'ড়ে নাই। সব জায়গাতেই একটা না একটা কিছু আছেই—ফল ফুল না হয় শস্য—এ নিশ্চয়ই তোমারই চেষ্টার ফল।

অলোক—সত্য কথা বলতে গেলে আমিও প্রেরণা পাই—একটী খৃষ্ঠান মিশনারীর কাছে। তিনি খুব শিক্ষিত লোক, নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাসও অটল। তাঁর কাছেই প্রথম জানলাম—মিশনারী সাহেবরা নিজের—দেশের জীবনধারার মান উন্নীত ক'রতে কত সহায়তা—ক'রেছেন।

অজয়—কিন্তু সেরূপ লোক কোথায়?

অলোক—লোক তৈরী কোরতে হবে। তৈরী করা শক্ত কিন্তু অসম্ভব নয়। তবে গভর্ণমেণ্টের তরফ হোতে কিছু হবেনা এটা নিশ্চিত। এই দেখ পল্লীগ্রামের হাজার হাজার লোক এক ফোঁটা ঔষধের জন্য মরছে। আমরা তাই উল্লেখ কোরে—গভর্ণমেণ্টের কাছে—আবেদন করি,

ম্যাট্রিক জ্ঞানসম্পন্ন কিছুসংখ্যক ছেলেকে সরকারী হাসপাতালে দুই বৎসর কোরে শিক্ষা দিয়ে গ্রাম্য ডাক্তার কোরে পাঠান, আর তাদের মধ্যে যাহারা কাজে খুব আগ্রহশীল ও বুদ্ধিমান দেখা যাবে, তাদেরই উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হউক। গোচিকিৎসা ও কৃষি ইত্যাদির জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ ক'রেছিলাম।

অজয়—গভর্ণমেণ্টের গর্ব্ব—কতকগুলী দক্ষকর্ম্মচারী নিয়ে কিন্তু তারা জানে না, দক্ষের যজ্ঞ ভ্রষ্টই হ'য়ে থাকে যদি না থাকে তাতে শিব বা মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা। এই সব দক্ষরা তাকায়—উঁচু হ'তে আরও উচু—নীচু দিকে কি প্রয়োজন—তাহা ভাব্‌বার প্রবৃত্তি নেই, সময়ও নেই। নেতারা তাদেরই হাতে আত্মসমর্পণ কোরে বসে আছে। যাক্—তোমার সে লোকটী ঐ আসছে।

অলোক—এস করিম ভাই।

করিম—সালাম, ছোটবাবু—(অজয়কে লক্ষ্য কোরে) সালাম। (ইহাদের পাল্টা সেলাম)। এই আপনার টাকা—। আপনার টাকার দরকার শুনেই, মনে মনে ক'রলাম বাড়ী বাড়ী আর কত যাব তাই পাশের গাঁয়ের মস্‌জিদে গেলাম, সেখানে অনেক লোকই ছিল—তাদের বল্‌লাম ছোটবাবুর বিপদ। বিপদ বলেই তো—এক বিপদ কোরে ফেল্লাম তারপর বুঝিয়ে ব'ল্লাম, না বিপদ এমন কিছুনা—তাঁর কালই এত টাকার দরকার। ভোর হোতে না হোতে দেখি, দলে

দলে লোক আসছে। কেও কেও কিছু নগদ, আর সকলে বৌ বেটীর রূপার গহনা, অনেকেই আবার নাকের না কানের সোনার ছোট ছোট গহনা এনে দিল। একরাশ গহনা হোয়ে গেল—কে কি দিচ্ছে আমি তার—ফিরিস্তি ক'রতে চাইলাম—কিন্তু তাতে কেও রাজী হ'ল না। আমি সব বেচে, টাকা—যোগাড় করে এনেছি।

অজয়—ভাই করিম, তোমাদের এই প্রাণের টান দেখে আমি মুগ্ধ হোয়ে যাচ্ছি।

করিম (অজয়ের প্রতি)—বাবু—এই পাড়াগাঁয়ের লোক যদি একটু ভালবাসা পায়—তাহোলে তারা প্রাণ উজোড় কোরে ভালবাসা দেয়। ছোটবাবু এ অঞ্চলে বড় উপকার কোরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজে পরিশ্রম কোরে—কুড়েদের পরিশ্রমী কোরেছেন—অসুখ বিসুখের সময় কত সেবা কোরেছেন, পেঁচার গ্রামে লক্ষ্মীকে বসিয়েছেন কিন্তু সকলের ওপরের কথা—তাদের প্রাণে ব'সে গিয়েছে ছোটবাবুর ভালবাসা। আচ্ছা আমি এখন আসি—খোদা আপনাদের ভাল করুন। (করিমের প্রস্থান)

অজয়—দেখ, যারা শুধু জীবিকা নিয়ে মারামারি করে—তারা জীবনের—স্পর্শ পায় না—তাদের নিকট পৃথিবীর একটা বড় দিকই ফাঁক্ থেকে যায়। যাক্—আমি কালই—বিজলীবাবুকে এই টাকা দিয়ে আসবো। তোমার ঐ সোনাটা আজই বেচে আনবো। আজকাল প্রত্যহ বৈকালে

তোমাদের মন্দিরের কাছে বিজলীবাবু, শুনেছি, এসে বসেন —আমি সেইখানেই গিয়ে তাঁকে টাকাটা দেব।

অলোক—ঐ আমার গ্রাম্য ব্রতচারীর দল আস্‌ছে। শোন তাদের একটা গান।

(সঙ্গীত)

× × × ×

(প্রস্থান)

৮ম দৃশ্য

মন্দির

পূজারী—(পূজারী তোতলা, লাঠি হাতে এক বাউরী ও তার কুকুরকে তাড়িয়ে যাওয়া)।

পূজারী—বেটা, ছোট লোক, দেখ্‌তে পাচ্ছিস নে—এটা একটা দেবতার মন্দির। জয়পুর পাথরে তৈরী। জয়পুর যে কি, তা আজ কাল্‌কার লোক জান্‌বে কি কোরে? বেটা তুই কি না সেই মন্দিরটা অশুদ্ধ কোরে ফেল্‌বার মতলব ক'রছিলি।

বাউরী—না ঠাকুর, আমরা আপনার মন্দিরের কাছেই যাই নি – দূরে হোতেই দেখছিলাম্।

পূজারী—আরে ফাঁক পেলে কি তুই আর ছাড়তিস? ফাঁক কি আর আমি তোদের দিচ্ছিলাম? যতক্ষণ পূজো ক'রছিলাম

চোখা নজর রেখেছিলাম তোদেরই উপর। ওরই মধ্যে যখন একটু চোখ বুজেছিলাম--অমনই মনে হ'ল হাতের ফুল্‌টা স্বুড়্‌স্বুড়ি দিচ্ছে—বুঝে নিলাম ঠাকুরের ইসারা; জাগ্রত দেবতা ফাঁকি কি দিবার উপায় আছে? চোখ খুলেই দেখি, হাঁ ঠিক—বেটা যেন কি একটা মতলব কচ্ছিস্। আচ্ছা বল্ ধর্ম কোরে, মতলব কিছু করিস্ নি?

বাউরী—হাঁ ভাবছিলাম—

পূজারী—কি ভাব্‌ছিলি বল্—বল্ ঠিক কোরে।

বাউরী—ভাবছিলাম, আমরা তো দেবতার ঘরে যেতে পাবো না—তা' বাবাঠাকুর, তোমারাও তো রাত দিন দেবতাকে পাহারা দাও না। একটু ফাঁক দেখে, দেবতা যদি আমাদের বাড়ী যান, তা আমরাও তো কম যত্ন ক'রব না। ঘর টর সব খুব যত্ন কোরে সাফ ক'রব, কাপড় ছাড়বো, সকাল সন্ধ্যায় ধূপ ধুণো দেব, শাঁখ বাজাবো--কত কি করব?

পূজারী—ইঃ কত কি ক'রবো। দুনিয়াটাকে রসাতলে পাঠাবার মতলব। মনে রাখিস্—এই লাঠি।

(ঠিক সেই সময় অজয়ের প্রবেশ)

অজয়—ফেলে দাও লাঠি। না হয় আঘাত কর, নিজ কপালের উপর। জান না কি ব্রাহ্মণ, এই মন্দিরস্থ ভগবানের প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টির পরতে পরতে বর্ত্তমান। অন্তর্যামী রূপে উনিই রয়েছেন ঐ লোকটার ভিতর—যেমন আছেন

তোমার আমার ভেতর। কাকে দূরে ঠেলে ফেল্‌ছ? শোন ব্রাহ্মণ, যদি কল্যাণ চাও—নিজের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ—তবে এখনও চল, সেবা সহানুভূতি ও প্রেম উপচার নিয়ে—ধীরে, আনতশিরে এই প্রাণকেন্দ্র পরমেশ্বরের পূজায়। ব্রাহ্মণ, নিজের ধর্ম্ম ভুলে, একটি পোষা ভগবান রেখে কিম্বা তাঁকে মন্দিরের ভেতর বন্দী রেখে, আর ধ্বংসের রাস্তায় যেয়ো না—এখনও ফেরো, উদবুদ্ধ হও, সমাজে আজ ব্রাহ্মণ্য শক্তির বিশেষ প্রয়োজন হ'য়েছে। ঐ যে উঠ্‌ছে করুণ-আর্ত্তনাদ, ঐ যে বহিছে নীরব অশ্রুপাত, ঐ যে দেখছো চারিদিকে হতাশার মলিন ছায়া ঐ, ঐ তো মহামায়ার প্রত্যক্ষ আহ্বান। ঢেলে দাও, ব্রাহ্মণ, প্রাণ উপচার—অকুণ্ঠভাবে ঢেলে দাও প্রাণ। ফিরে পাবে—আনন্দঘন শাশ্বত প্রাণ, জাতি তোমার উঠ্‌বে জেগে, প্রাণবান্ হোয়ে নব চেতনায়। (বাউরীর প্রতি) এসো ভাই, এস আমার সঙ্গে. এসো এই পতিত-পাবনের মন্দিরে। এই পতিত-পাবন পরমাশ্রয় তোমার, আমার, এই নির্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণের, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের অন্তরকে স্পর্শ কোরে সকলকে সঞ্জীবিত কোরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। এসো, আমার সঙ্গে, তোমার কোন ভয় নেই।

পূজারী—এত বড় নাস্তিকতা! তুমি নিয়ে যাবে এই নীচ লোকটাকে এই মন্দিরের ভেতর! আচ্ছা, এখনই আস্‌বেন মালিক! আসতে দাও একবার তাঁকে।

অজয়—কে যে মালিক! সম্মুখে ভগবান্, বিচারের আশায় অপেক্ষা কোরে থাক্‌তে হবে তোমার মালিকের জন্য।

পূজারী—দেখ বড় বাড়াবারি কোরো না। এই দেবতা সময় সময় জ্যান্ত হোয়ে ওঠে, আর একবার জ্যান্ত হোলে তোমাকে আর আস্ত রাখ্‌বে না।

অজয়—মানবতাকে যে লোক বা যে জাত পদদলিত করে—তাদের নিকট দেবতা চিরকালই মৃত। এখনও বলি' কুসংস্কারের ক্রীত দাস থেকে, নিজেকে ও জাতিকে আর বঞ্চিত কোর না। পূর্ব্ব পুরুষের ঘোষিত সত্যের অনুসন্ধান কর, তারই অনুশীলন কর—নিজে পাবে অমৃতের সন্ধান, জাত্‌কে এগিয়ে দেবে কল্যাণের পথে।

পূজারী—(তোত্‌লামি বুদ্ধি) যত বেটা ইংরেজী শেখা পশ্চিম পুরুষের দল—কেবলই আওড়াবে পূর্ব্বপুরুষ। খেয়ে দেয়ে তো আর কাজ নেই। (বারীর প্রতি) বল্ তো, বাপধন রাধু, তুমি কার দিকে ?

রাধু (বাউরী)—দেব্‌তা, সে কি কথা ? আপনি গাঁয়ের লোক, চিরকালের সম্বন্ধ। উনি ব'লচেন বটে ভালো কথা কিন্তু আমাকে থাক্‌তে তো হবে—আপনাদেরই পায়ের তলায়।

অজয়—কিন্তু সে আর বেশী দিন নয়। সাবধান, পূজারীঠাকুর, অদূর ভবিষ্যতে, ভারত আবার তার সনাতন অমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে। তোমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার

আর বেশী দিন নয়, আর ইঙ্গ-ভারতীয় সভ্যতার পেট্রোম্যাক্সীয় রশ্মি, সেও নিষ্প্রভ বা লুপ্ত হোয়ে যাবে। ঐ আস্ছেন, বিজলী বাবু! আচ্ছা পূজারীঠাকুর, বিজলীবাবু এলেই তাঁকে ব'লবেন—অজয় দেখা ক'রতে এসেছে আমি শীঘ্রই হাত মুখ ধুয়ে আস্ছি। (অজয়ের প্রস্থান)

পূজারী—যাক্ বেটা পালালো, নিশ্চয়ই। আমার প্রাণটা একেবারে কণ্ঠাগত কোরে তুলেছিল একেবারে। থাক্‌লেই একটা ফেসাদ হ'ত আর কি? যাক্ রাধু তুমি বাড়ী যাও—আমারও এখন একটু কাজ আছে, যাই।

(উহাদের প্রস্থান)

বিজলী বাবু—এস মাষ্টার, এই খানেই বসা যাক। (দুইজনের উপবেশন) মাষ্টার, পৃথিবীটা কি জড় পদার্থ। যদি তার চেতনা থাক্‌তো, তবে সে কখনই আমাকে ব'সতে দিত না, ঘৃণায়—ফাঁক হোয়ে যেত।

মাষ্টার—কিন্তু মন্দের ভালো, কখনও সে মিথ্যা স্তুতিবাদও করে না।

বিজলীবাবু—আচ্ছা, ভাই, গাও তোমার সেই গানটী। না, না, থাক্—কোন গানই আমার অন্তর স্পর্শ কোরতে পারবে না। মাষ্টার, কোন্ দূর হতে কে যেন কেবল—কেবলই আমায় ক্রন্দনে আহ্বান ক'রছে। ভেতরের অতি গভীর স্থান হোতে কি এক দারুন বেদনা ফুটে উঠতে চাচ্ছে, ভাষা খুঁজে পাচ্চেনা—গুম্‌ড়ে বেড়াচ্ছে। মাষ্টার, শুনেছ

কি কখনও ' কোকিল পাপিয়ার কণ্ঠোৎসারিত ধ্বনি— যে ধ্বনি তাদের সমস্ত সত্বাকে নিঙড়ে—তাদের দেহের সকল তন্তুকে স্পন্দিত কোরে—তাদের মন প্রাণের সমস্ত আবেগ ছড়িয়ে দেয়--বিশ্বের বুকে, যে ধ্বনি কথার চাপে ক্লিষ্ট নয়—যে ধ্বনির মধ্যে পাওয়া যায়, সৃষ্টির এক অনাদি আবেদন। শুনেছ কি সে সঙ্গীত?

মাষ্টার—বিজলী, তোমার প্রশ্ন আমার জীবন ইতিহাসের রুদ্ধ—দুয়ারে করাঘাত ক'রতে চায়—থাক্ ওকথা, তুমি অধীর হোয়োনা--ধৈর্য্য অবলম্বন কোরে অপেক্ষা করাই—এখন একমাত্র—উপায়।

(অজয়ের পুনঃ প্রবেশ)

বিজলী বাবু—কে অজয়? অলোক এলোনা? সে আস্‌বে না?

অজয়—না, এখন নয়। কিছু টাকার জন্য আপনার জমিদারী বিক্রী হোয়ে যাচ্ছে এই সংবাদ আমার নিকট হোতে পেয়ে, সে প্রজাদের কাছ থেকে কিছু চাঁদা আদায় কোরে আর হাতে তার মাতৃদত্ত—কি একটা রক্ষাকবচ ছিল সেইটে বেচে-এই টাকা আমার দ্বারা পাঠিয়েছে। এই নিন টাকা, আমি যাই

বিজলী বাবু—অজয়-একটু থাক-একটু শোন।

অজয়—দেখুন সর্ব্বাগ্রে আপনি জমিদারীটা রক্ষা করুন। তারপর সকলে মিলেমিশে কথা ব'লবার—সময় অনেক হইবে।

বিজলী বাবু—অ্যাঁ, হবে? সকলে মিলে কথা কইবার সময়

দাও ? অজয় বুকে একটু জোর দাও। হাঁ আমি নিশ্চয়ই—
জমিদারী রক্ষা ক'রব। আচ্ছা দেখা কবে হবে ?

অজয়—সময় ও স্থানের সংবাদ আমি আপনাকে দিয়ে যাব—।
আমি এখন যাই। (প্রস্থান্)

বিজলী বাবু—মাষ্টার, জমিদারীটা নিশ্চয়ই বাঁচাতে হবে।
অজয়, আবার আস্‌বে। চল মাঠ পানে একটু বেড়ান
যাক্—বসে থাকতে ভাল লাগছে না—।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

মহাজন নটবরদের বৈঠকখানা (শ্রীপুর)

(নটবর উপবিষ্ট—মহাজনী ফ্যাশনে, পরে রমেশের প্রবেশ)

নটবর—কি হে ! কি মনে কোরে ?

রমেশ—সে কি ? যেন আকাশ হোতে পড়লেন যে !

নটবর—আকাশ হোতে ? হাঁ, আকাশ বলে একটা জিনিষ
আছে শুনেছি, কখনও দেখিনি—দেখবার দরকার হয় নি।

রমেশ—তা হোলে—মনে কিছুই নেই ?

নটবর—নাঃ—কৈ—কিছুই তো মনে পড়ছে না। এই দেখ

হাতে "ভক্তমাল গ্রন্থ," পড়েছ ? এখন পড়বার সময়—এই সব পড়।

রমেশ—তা হোলে বিজলী বাবুর স্ত্রী যে দলিল লিখে দিলেন, সে টাকা দেবেন না ?

নটবর—দলিল লিখে দিয়ে আমার—মাথাটা কিনে নিয়েছেন, আর কি ? টাকার যদি এতই দরকার—গিন্নি নিজে এলেই পারতেন, দালাল পাঠানর কি দরকার ?

রমেশ—খবরদার, মুখ সাম্‌লে কথা বল। আমি দালাল আর গিন্নি নিজে আসবেন। এত বড় স্পর্দ্ধা—। সে দিন গিন্নি মার সম্মুখে হাত জোড় ক'রে কী খোসামুদী—কী গোলামীর অভিনয়টাই না ক'রলে।

নটবর—ওহে স্পর্দ্ধা আমার হবে কেন ? এই (অঙ্গুলি দর্শন অর্থাৎ টাকার) এরই স্পর্দ্ধা, আর গোলামী. খোসামদ—ওসব তো আমাদের অঙ্গের ভূষণ, যখন যে ভাবে সাজবার—দরকার হয়—সেই ভাবে সাজি। আর ওসব ভূষণ আমাদের বেশী কোরে পরিয়ে দেয়, আশপাশের লোক, দীন দুনিয়ার লোক। বুঝ্‌লে হে! এই একটু টাকার গন্ধ—গন্ধ মাত্রই সম্বল—তাও দেখ্‌বে আমার একটু প্রশংসা কোর্‌তে পার্‌লে লোক বাঁচে। এই কালই তো আমার উকীলবাবু আমার বিষয়—Self-made man, নমস্য ব্যক্তি, এমন কি ভগবান পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে দিয়ে—দশ জনের সম্মুখে কতই প্রশংসা

কোরলেন। এই সব কথা ব'লবার সময় উকীলবাবুর চোখের কোণে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত দেখা গিয়েছিল। আর যারা খোসামদ কোরতে পায় না—তারাই দেয় গাল। গাল, আর no গাল, মানে ঐ একই, ঐ—to বাগাও something.

রমেশ—জাহান্নমে যাক্—এই সমাজ। বেশ আমি চ'ল্লাম। দলিল লিখিয়ে নিয়ে টাকা দেবে না, দেখি প্রতীকার হয় কি না?

নটবর—ওহে, শোন! চ'ট্লে কোন কাজই হয় না—প্রথমে ঝাঁঝ দেখিয়ে কথা আমাদের ব'লতেই হয়, ওটা আমাদের দস্তুর। এখন, এস—একটু কাজের কথা করা যাক্। টাকা তো আমি দেব—কিন্তু খবর রেখেছ কি যে যে তালুকটা আমাকে ইজারা বন্ধকী দিয়েছ সেখানে বিজলী-বাবুর ভাই, ভাই না তার মাথা—গিয়ে গেড়ে বসেছে? সেখানকার কাছারী বাড়ীতে বেশ জমিয়ে তুলেছে—আর লোকের কাছে হ'তে টাকা আদায় ক'রছে।

রমেশ—না, এসব খবর তো কিছুই জানি না—গিন্নি মা বাপের বাড়ী রয়েছেন কি না—তাই এ সব খবর রাখ্তে পারেন নি।

নটবর—তা বাপু আমি খুব জানি, এই সব লেখা পড়া কোরতে হলে বা ঐ রকম ব্যাপার একটা কিছু ক'রতে হলে স্ত্রীলোকের শ্বশুর বাড়ীটা ঠিক জায়গা নয়। যাক্,—তিনি

কোন মন্দ কাজ কোরেছেন তা ব'লছিনে, তা খানিকটা সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে—সমস্ত সম্পত্তিটাকে রক্ষা করা এ তো—অতি বুদ্ধিমানের কাজ। তবে এখন কথা হোচ্ছে, ভাই মশাই যদি আগে থাক্‌তেই টাকা আদায় কোরে নেয়—তবে আমি ইজারা নিয়ে, নেব কি ?

রমেশ—তা হ'লে শেষ কথা কি দাঁড়াছে ?

নটবর—এই তো—তোমাদের সব "দড়বরি চরি ঘোড়া, অমনিই চাবুক।" আমাদেঁর বাপু, শেষ কথা ব'লে কিছুই নেই। প্যাঁচের ওপর প্যাঁচ, মন্থনের ওপর মন্থন চালিয়ে যাই, যেটুকু সার ওপরে ওঠে, অমনি তাকে ঘরে ঢুকোই। যাক্‌ এখন আসল কথা হ'চ্ছে—জমিদারবাবুর ভাই যে বাড়ীতে থাকে—সেই বাড়ীটে দখলে নিতে হবে। হয় তো, প্রজারা বাবুর দিক হোয়ে বাধা দিবে কিন্তু তার জন্য তোমাদের প্রস্তুত হোয়েই যেতে হবে।

রমেশ—দখল নেওয়া ব্যাপারে আপনি সাহায্য ক'রবেন না ?

নটবর—সাহায্য কেন ক'রব না ? নায়েববাবুকে পাঠাব. ঠাকুরের পূজো পাঠাবো, গুণী লোক এনে জপ তপ করাবো—সবই করবো আর তোমাদের লেঠেলের যা খরচা হয়, সবই দেবে নায়েব মশাই। তারই কাছে টাকা কড়ি সব থাক্‌বে। তবে নিজে উপস্থিত থাক্‌বো না—থাকবার কোন প্রয়োজনই নেই। অমন ফৌজদারী আমি কত করিয়েছি, আর করাচ্ছিই তো রাত দিন। তবে বাবা, আমার

নাম গন্ধটাও কিছুতেই কেও টের পাইনি। এই টে ভগবানের আমার ওপর একটা সুনজর ব'লতে হবে।

রমেশ—ফৌজদারা! বলেন কি?

নটবর—তুমি দখল নিতে যাবে—আর দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে না? তবে ভয় খেও না—আমি তো থাক্‌লামই তলে তলে। আর জেনো, সব বেটাই আমার হাতের মধ্যে আছে। সব বাঁধা, সব বাঁধা। তোমাদের কোন ভয় নেই। ভগবানের নাম নিয়ে, ১০।১২টি মজবুত লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে যাও, গিয়ে বাড়ীটী দখল ক'রে ফেল। পরে প্রচার কোরে দাও—এই গাঁটা নটবর দের দখলে—নটবরবাবু ইজারা নিয়েছেন। টাকা তোমার যাবে কোথায়? লিখে নিয়ে এসে টাকা দেব না—এমন কি কখনও হোতে পারে? বুঝলে সব কথা—আচ্ছা এখন তবে এসো। হাঁ, একটা কথা, পাঁজিটা দেখে, একটা বেশ শুভক্ষণেই কাজটা আরম্ভ ক'রবে!

রমেশ—আমি চললাম।

নটবর—আচ্ছা একটু বস। আমার গাছের কটা লিচু মা ঠাক্‌রুনের জন্য নিয়ে যাও। আমার আর খাবার লোকই বা কে আছে? দিয়েই যা সুখ। এই দেখ—অফিসার টফিসারদের ভেট্‌ দেওয়া, সেটা তো একরকম লেগেই আছে।

রমেশ—কেন আপনার ছেলে পিলে নেই?

নটবর—হাঁ আছে বৈ কি এক ছেলে। ছেলে, না তার মাথা,

—নামেই ছেলে। কাল হোতে রাগ কোরে, বাবু আর বাড়ীই আসেন নি। কথাটাই বা এমন কি? বাবু তাঁর বন্ধুর বাড়ীতে দশটা আম দেবেন—আমিও রাজী হ'লাম, তাও তো একটু বুঝে সুঝে কাজ ক'রতে হবে। আরে; ওরই মধে যেটা পচ্ ধরেছে—কি একটু কাণা কুঁজো, তাই তো দেখে দিতে হবে? বাবু কিন্তু দিতে চান্ বেশ দেখে দেখে—যে গুলো ভাল ভাল সেরা সেরা আম, সেই গুলো, এ কি সহ্য হয়? নিষেধ করায় গোস্মা ক'রে বাবু কোথায় চলে গিয়েছেন আজ দু-দিন। যাক্ গে, মরুক গে। যাক্ গে, মরুক্ গে। তুমি একটু বস। দেখি মা ঠাক্রুনের জন্য যদি দু চারটে লিচু যোগাড় ক'রতে পারি।

(ভিতরে প্রবেশ)

রমেশ—কি নীচ এই লোকটা, বা—এই জাতটা। এদের ভেতর আকাঙ্খার এমন অতল গহ্বর রয়েচে—যেটা কিছুতেই পূর্ণ হোতে পারে না। **capitalist** এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তো আমাদের পার্টি নেমেছেই—কিন্তু যাদের **Capitalist** বলে, তারাও বোধ হয় এত নীচ নয়—তাদের হিসেব নৈর্ব্যক্তিক, **impersonal**—তাদেয় সম্মুখে লাভ আর **market**, মানুষ নেই। তারা ধনী, আর এই লোকগুলো এক একটী স্থানীয় ধনগ্রাসী পিশাচ। মানুষকে নির্য্যাতিত কোরে, দুঃখ দিয়েই এদের আনন্দ। **Capitslist** এর লোপ হওয়া সহজ,—কারণ সেটা হবে

গভর্ণমেণ্ট লেভেলে (level) কিন্তু—সমাজ সচেতন ও সংগঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত—এদের ধ্বংস নেই—। এদের দেওয়া জিনিষ হাতে স্পর্শ করাও পাপ। যাই—চলে

[প্রস্থান]

নটবর—কই, ছোকড়া গেল কোথা—? বোধ হয় চলে গিয়েছে। যাক, বাঁচা গিয়েছে—। ভগবান সহায়! আরে ২।১০টা লিচু—সে অমন বড় কথা নয়। অমন পড়তি, ঝড়তি কত যাচ্ছে। দিন রাত কত সামলাবো? সামলাচ্ছিই তো অনবরত—তবে কিছু ভুলও তো হয়—আরে, ঘুমিয়েও তো পড়ি। তবে তোরা যে দুনিয়াশুদ্ধ লোক আমার পানে তাকাবি একটা মতলব নিয়ে—কেমন কোরে আমার এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিবি—এই মতলব নিয়ে—তোদের এই মতলবটার কথা ভাবলেই—আমার মাথা হ'তে—পা পর্যান্ত. গাটা রিরি ক'রে উঠে। দুনিয়া—শুদ্ধ এই,—আমি একলা করিই বা কি? এই সেদিন বাধ্য হোয়ে চাঁদা দিয়ে এলাম, এসে বুক ফেটে কান্না আস্‌ছে—এমন সময় একটা হাকিম—হাকিম না তার মাথা—একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার সময় পর্য্যান্ত দিল না। কত হাসি, কত **thanks**। মনে হচ্ছিল, **shoot** ক'রে দিই—জীবনের মায়া আমি করিনে। যাক্—আর না—হরি হে!

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

(D. S. P.-র বাংলো)

(D. S. P. উপবিষ্ট, সিংজী নামক এক কনেষ্টেবল কাগজ সহি করাইতেছেন (অজয়ের প্রবেশ)

D. S. P.—এস অজয় !

অজয়—এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তোমার নূতন চাকুরী কেমন লাগছে—একবার জেনে যেতে এলাম।

D.S.P—ভাই—ইংরেজ রাজত্বের building টাই ভেঙে গিয়েছে কিন্তু যে ভাড়ায়—দাঁড়িয়ে সে building গেঁথেছিল—ভাড়াটা এখনও সম্পূর্ণ তাই আছে। নূতন design, পুরাণো ভাড়া—ফলে প্রায়ই—হৈ চৈ। এখানে তো এই, আবার বিলাতের কথাও বলি। এক জন বিখ্যাত ইংরাজের কথা—England has been losing everywhere since she introduced examination system। একটা special faculty বা sectional knowledge দিয়ে কখনও—একটা সমগ্র মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু democracy রাখতে হলে—আর উপায়ই বা কি ? দ্বিতীয় কনষ্টেবলের প্রবেশ) কনস্টেবল—হুজুর এক আসামী—হ্যায়।

D. S. P.—যাইয়ে, থানামে লে যাইয়ে। আচ্ছা, লে আইয়ে একবার—

(অসামীর প্রবেশ)

D. S. P— (আসামীর প্রতি) কি, ব্যাপার কি ?

আসামী—ব্যাপার শুনিয়ে বিচার-পাবো—সে বিশ্বাস আর নেই, তবু শুনুন আমার কথা,—আর পারেন তো শোনাবেন আমার কাহিনী সমস্ত—বাঙ্গালী সমাজকে। একদম্ নিঃস্ব হোয়ে—সম্পুর্ণ নিঃসম্বল হোয়ে—গেলাম কোলকাতায়, চাকরীর সন্ধানে। বহু সন্ধানেও চাক্‌রী জুট্‌লো না, কুলীর কাজও পেলাম না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় প'রে আছি একদিন রাস্তার পাশে। এমন সময় এক পশ্চিমা ভদ্রলোক নিয়ে গেলেন আমাকে তাঁর আস্তানায়। তাঁর আস্তানায় থাক্‌তে থাক্‌তে গেলাম নিকটের এক কারখানায় একটী কুলীর আবেদন নিয়ে। কারখানার বড়বাবু এক বাঙ্গালী—আমার একটু কথা শুন্‌তে না শুন্‌তেই গর্জ্জে উঠলেন—বাপু, রাস্তা দেখ। এটা চালাকি করবার জায়গা নয়। জানি হে জানি, সব বাঙ্গালী ছোক্‌ড়াকে, যত ভিখ মাঙ্গার দল বেটাদের পেটে পরতে দাও দুটী অন্নজল, অমনই নাও··· পাকাও দল। এ এলাকায় বাঙ্গালী ছোকড়া দেখেছি কি গলাধাক্কা····"। ভাবলাম একবার, যারা এরূপ দল পাকায় তারা আমাদের মত গরীবের কি সর্বনাশই না কোরচে, কিন্তু ঐ লোকটার, ঐ বড় বাবুটার, কথা আমার বিষের মত লাগতে লাগলো। ফিরে এলাম আমার আশ্রয় দাতার আস্তানায়, বললাম তাঁকে সব কথা, পরে তিনি ক'লকাতার

এক বিখ্যাত ধনীর বাড়ীতে এক দ্বারবানের চাকরীর খোঁজ দিলেন, গেলাম সেখানে। ধনীর প্রথম সম্ভাষনই হল, দ্বারবানী কোরতে এসেছ, চুরি করবার আর জায়গা পাওনি। উত্তরে একটু প্রতিবাদসুরে জানালাম, দেশে ঘরবাড়ী, ছেলেপিলে আছে, অনেক পরিচিত লোক সেখানে আছেন এখানেও আছেন। বলতেই ব'লে উঠ্‌লেন—"রেখে দাও ওসব কথা, যত বেটা জোচ্চোর—সব shoot কোরে দিতে হয়।" এই কথা শোনামাত্র মাথায় রক্ত চেপে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে গায়ে যত শক্তি ছিল তার দ্বিগুণ শক্তিতে বসিয়ে দিলাম দুই ঘুসি। মেরেই সোঁ ক'রে পালিয়ে গেলাম সেখান হ'তে। অনেক দূরে গিয়েছি, কিন্তু রাগ প'ড়লো না। বরঞ্চ একটা ধিক্কার মনে হল, পালালাম কেন? এদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারা উচিত। এলাম ফিরে সেই খানেই। এসে দাঁড়াতেই এরা ধরিয়ে দিল আমাকে চুরির অজুহাতে, মারের নামটা পর্যন্ত করল না। কোর্টে সাজা দিলেন কিন্তু নামমাত্র. বোধ হয় আমার বর্ণনা হাকিমের মনকে অনেকটা ভিজিয়ে দিছ্‌লো। মুক্তি পেয়েই বাড়ী চলে এলাম। বাড়ীতেও দেখি স্ত্রীপুত্র অনাহারে শীর্ণ, আমারও রোজগারের কোন পথ নেই, হয়তো পন্থা এতদিনে হোতো, যদি ধনীর বাড়ী না গিয়ে, যেতাম মামুলী লোকের কাছে একটা উপায় বাহির ক'রবার জন্য। কিন্তু তখন করি কি? উপায় না পেয়ে খোকার রূপার

বালা দুটী নিয়ে গেলাম গ্রামের এক ধনীর বাড়ী। ধনী বসে গল্প করছিলেন একটী লোকের সঙ্গে, বোধ হয়, পুলিশের দারোগা হবেন কি এই রকমই কিছু একটা হবেন। তার পর বালা সম্বন্ধে French pattern, লণ্ডন পালিশ এইরূপ খানিকক্ষণ তর্কবিতর্ক ক'রতে লাগলেন পরে সে কথা ছেড়ে অন্য কথা আরম্ভ ক'রলেন। আমি অতিষ্ঠ হোয়ে উঠলাম, বাবুকে একটু তাগাদা করায় বাবু অগ্নিশিখা হোয়ে উঠ্‌লেন এবং ছুড়ে মারলেন একটা বালা, কাণের পাশ দিয়ে বালা চলে গেল। লাগ্‌লে হয় তো মরতাম। বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন "জঙ্গলী কোথাকার, ভদ্রতা জান না, কথার ওপর কথা, যাও খুঁজে নিয়ে এস গহনাটা, তবে নিয়ে যাও কিছু পয়সা। কাছেই ছিল একটী টুকরীতে সামান্য ছোলা। আমি সেইটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পরলাম "পরে হিসেবে কেটে নেবেন" এই বলে। তাই ধরা পরেছি এই চুরির দায়ে।"

D. S. P.—(আসামীর প্রতি) মনে করুন—এটা হোতে যদি রেহাই পান—পরে কি ক'রবেন।

আসামী—এর পর ? ভবিষ্যৎ বলে আমার কোন জিনিষ নেই। দেখুন—অতীতে, অতি তরুণ বয়সে, সংগ্রাম কোরেছিলাম অবিচার, পরাধীনতার বিরুদ্ধে। সে ছিল প্রাণের আবেগ, কিন্তু আজ ক্ষুধার জ্বালা, সাম্‌নে মরণোন্মুখ স্ত্রী পুত্র, নিজের প্রাণ কণ্ঠাগত—আর চারদিকে ধনগ্রাসীদের হাহা হী হী,

আর কপটদের নীতি কথা। যদি সুযোগ পাই তবে রাষ্ট্র, সমাজ, ন্যায়. নীতি, ইহকাল পরকাল—সব, সবকে চুরমার করাই হবে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

১ম কনষ্টেবল—বাবু সামলাও আপনাকো, সব ঠিক হো জায়গা।

আসামী (বিস্মিত ও কম্পিত স্বরে)—সিংজী, আপনি—আপনি এখানে। ইনিই আমাকে রাস্তা হোতে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, ইনিই সেই পশ্চিমা ভদ্রলোক। সিংজী, আমি আসামী, আপনাকে স্পর্শ করার অধিকার আমার নেই, নইলে একবার চরণধূলি—

১ম—আরে আপকা স্থান মেরি কলিজামে হৈ, ঔর কঁহী নেহী চরণ কাহে বোল্‌তেঁ হেঁ।

D. S. P.—রসা খোল দীজিয়ে—থানামে লে যাইয়ে, হম্ তুরন্ত্ আতে হেঁ (আসামীর প্রতি) দেখুন—সমাজে ধনীকেও পেয়েছেন. সিংজীকেও পেয়েছেন। ভারতহৃদয় এখনও সিংজীর সাথেই আছে, নিষ্ঠুর লোকদের সংখ্যা বড় জোর শতকরা এক কি দুই।

১ম—হুজুর কহনা ঠিক হোগা কি নেহী, চ্যুঁকি বাবু আভি আসামীকা তরহ হৈ, লেকিন উন্‌কা ভাব মেরাহী শির পর রহেগা। (প্রস্থান)।

অজয়—আচ্ছা আমিও চলি। (সকলের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

রামপুর তালুক—

(অলোকের বাসস্থান)

অজয়—একি ? সব ভাঙ্গাচোরা, সব তছ্‌নছ ব্যাপার কি ? অলোক, অলোক। (উচ্চৈঃস্বরে)

গ্রামবাসী—(২০।২১ বৎসরের যুবক—একটু কমিক প্যাটার্নের চেহারা, ডাকনাম —"গোবরা")।

গোবরা—কে বাবু তুমি ? তুমি কিছুই শোন নি ? শ্রীপুরের কে এক বেটা লটপট বাবু আছে। লোকটা বড় সর্ব্বনেশে, মোটা নাক, গোল গোল চোখ্।

অজয়—বাপু—ওসব পরে বোলো। আগে বল—অলোকবাবু কোথায় ?

গোবরা—আজ্ঞে হাঁ, ঠিক কথা। ঐ সর্ব্বনেশে লোকটার কথা যত পরে হয়, ততই ভাল। আমিই কি বাবু স্নুখে সহজে ঐ লোকটার কথা ব'লতে চাই ! সেই বেটা—বেটা তেরেখেটা নিয়ে এল কিনা বারটা বারটা যমদূত। বলে কিনা—ঐ বেটারা এই বাড়ীটা আর গাঁটা দখল নেবে। বেটা খল, খলের পাঝাড়া—তুই নিবি দখল ? জুটে পড়লাম গাঁয়ের সব লোক- আমিও এলাম, লেগে গেল লাঠির ঠকাঠক, এ বেটা এক ঠক—তার ওপর কোন এক জমিদার গিন্নি দলিল কোরে দিয়েছে সে এক ঠক—তার উপর লাঠির

ঠকাঠক্। দেখে তো বাবু—আমার বড়ই ভয় ক'রছিল। তবে বাবু মনে মনে ঠাওর কোরে নিলাম—ভয় করাটা ঠিক নয়—রাগ করাটাই ঠিক কিন্তু ঠাওর ক'রলে কি হবে? ভয়টাকে ঠেলে রাগটা ঠিক জম্‌ছিল না।

অজয়—আঃ কি জ্বালায় পড়লাম—বাবু কোথায়?

(ব্যস্ত হয়ে করিমের প্রবেশ)

করিম—আপনার সঙ্গে কাণে কাণে একটা কথা আছে। (এই রূপ বলা)।

গোবর—এ করিম চাচা—তোর ছোটবাবুকে জানেই মেরে দিল। আর তুই হাতাহাতির পালা ছেড়ে দিয়ে সুরু ক'রলি কাণে কাণের পালা!

অজয়—যাও, ভাই করিম—আমি শীগগির আস্‌ছি। এই লোকটার সঙ্গে একটু কথা বলেই আমি যাবো—কথা ব'লতে বেশ ভাল লাগছে।

করিম—আচ্ছা বেশ একটু পরেই যাবেন—আমি চল্‌লাম।

(প্রস্থান)

গোবর—তোমাদের কথা হ'ল তো কাণে-মুখে, আর বল্‌লে কিনা কথা হবে কাণে কাণে। তোমাদের কথায় আর কাজে মিল নেই—বুঝলে?

অজয়—হ্যাঁ বুঝ্‌লাম। আচ্ছা তুমি যে ব'লছিলে ঐ লটপট বাবু খুব খারাপ লোক—তা তুমি কি কোরে বুঝ্‌লে—ঐ লোকটা খারাপ?

গোবর—আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মানে—মানে—ঐ লোকটা নেহাতই খারাপ—বুঝলে? (মনে মনে খুব চিন্তা ক'রছে এইরূপ ভঙ্গী)—দেখ, আমি যত বুঝছি—লোকটা কেবল খারাপ। তুমি বুঝতে পার্‌ছ না? লোকটা খুবই খারাপ—এখন বুঝলে?

অজয়—হাঁ বুঝলাম।

গোবর—কি বুঝলে?

অজয়—লোকটা খুবই খারাপ। আচ্ছা, তোমাদের বাবুকে যখন এরা মেরে ফেল্‌লো, তখন তুমি কি করলে?

গোবর—কেন? খুব কাঁদ্‌লাম। তা কাঁদ্‌বো না? যদি আমি না কাঁদতাম—তো আমার পেট কাঁদ্‌তো—আর পেটের অসুখ হোয়ে ম'রতাম। পেট না কা'দ্‌লে—বুক কাঁদতো তা হ'লে বুক ধড়্‌পড়্‌ কোরে ম'রতাম—সেটা কি আর ভাল হ'ত? তার চেয়ে—চোখে মুখে কাঁদাই ভাল। আমাদের মনে বেশী গ্যাস হোলে—সেটাকে বের কোরে দিই হেঁসে না হয় কেঁদে—বুঝলে?

অজয়—হাঁ বুঝলাম—আচ্ছা তুমি লেখাপড়া জা'ন?

গোবর—না; কখ্‌খনই না—শিখ্‌বোও না কখ্‌খনও।

অজয়—কেন?

গোবর—এটা আর বুঝলে না, আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই দেখ, প্রথম কথাই হোচ্ছে—লেখাপড়া শিখেছ কি অমনই মরদগুলো মেইয়া—আর মেইয়াগুলো মরদ।

বুঝতে পার্‌লে না—আচ্ছা আমি আরও বুঝিয়ে দিচ্ছি—রাগ কোরো না। এই লেখা পড়া শেখা মরদগুলোর কথার ওপর কেমন ঘোমটা দেওয়া, সেটা দেখেছ? একটা কথা আর তার সঙ্গে দশটা ফেচাং—দেখ নি?

অজয়—হাঁ দেখেছি। আর মেয়েগুলি?

গোবর—হাঁ তাও বল্‌ছি। আচ্ছা মাঠে চাষ হয় দেখেছ?—ছাই দেখেছ—দেখ্‌তে ছাই জান? এই শোন—মাঠে থাকে—মাটি রো'দ হাওয়া জল। এই সব দেখেছ তো? তা, এখন মাটি গুলো যদি বলে উড়্‌বো আর রোদ হাওয়া বলে মাটির মত মিট্‌মিটে, পিট্‌পিটে—হব, তা হোলে চাষ হবে—তুমিই বল চাষ হবে? কিছু হবে তাতে? বুঝতে পারছো না আমার কথা—?

অজয়—কিন্তু মেয়েরা লেখা পড়া শিখ্‌লে ছেলেপিলেদের লেখা পড়া শেখাতে পারে—তাদের ভা'লো করে মানুষ কোরতে পারে,—তাদের কেও ঠকাতে পারে না, আর কোন কারণে যদি অসহায় হোয়ে পরে, তা হোলে অর্থোপার্জ্জন কোরে, এমন কি, সংসার পর্য্যন্ত চালাতে পারে—এসব দিকটাও তো ভাব্‌তে হবে।

গোবর—হাঁ একথা আমি নিশ্চয়ই মানছি।

অজয়—তা হোলে?

গোবর—তা হোলে, তোমার কথাও থাক্ অর্দ্ধেক, আমার কথাও থাক—অর্দ্ধেক—বুঝ্‌লে?

অজয়—হাঁ বুঝ্‌লাম। তবে আসল কথা হ'চ্ছে—তুমি লেখা জান না।

গোবর—না, আসল কথাটাই তো শুন্‌লে না? তবে বলি শোন, হড়্‌বড়্‌ কোরো না। আমি বাড়ীতে একখানা বই পড়েই পাঠশালায় গেলাম—ভর্ত্তিও হ'লাম। গুরুমশাই ব'ললেন—তুই আজ হোতে ভর্ত্তি হলি। আমি ব'ললাম—আমি ভর্ত্তি-হ'লে কি হবে, আপনার স্কুল যে আধা ভর্‌তি—আধা খালি। গুরুমশাই কথা শুনে তো আমার পানে কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে উঠ্‌লেন। সেইদিনই রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখ্‌লাম। গুরুজী আমাকেই ব'ললেন—তোকেই ধারাপাত পড়াতে হবে। ধারাপাত পড়াতে লাগ্‌লাম। কি একটা ঝোঁকে আমি ব'ললাম—একে সূয্য মামা' ছেলেরাও খুব হেঁকে বল্‌লো—একে "সূয্য মামা" তারপর দুই এ—'পাখীর ডানা' বলায়—ছেলেরাও হাঁকলো—"দুই-এ পাখীর ডানা"—বলা শেষ হোতেই দেখি গুরুজীর বোঁজা চোখ কপালে উঠে গিয়েছে। কিন্তু ঝোঁক সামলাতে না পেরে—পাখীর ডানা বলার সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ফেল্‌লাম তিনে 'দুধ, দই, ছানা'। এই যেমন বলা, আর যাবি কোথা? গুরুজী লাফিয়ে এসে লাগালো বেদম মার—এই মার, তো সেই মার, শেষে ধ'রলো কিনা আমার কাঁধটাই কামড়ে। বেদনায় তো মরি—ঘুম গেল ভেঙে, ঘুম ভাঙ্‌তেই দেখি—কাঁধে বড় ব্যথা, পরে দেখি কাঁধের নীচে একটা পেরেক—

ঠিক মনে হল এটা গুরুজীরই দাঁত—তবে জেগে যাওয়ায় দাঁতটা পেরেক্ হোয়ে গ্যাছে। রেখে দিলাম জিনিষটা কাছে, এখনও রয়েছে—এই দেখ (পকেট হ'তে বাহির করা)। তারপর যে পাঠশালাতেই যাই, সেখানকার গুরুজীকে দেখ্‌লে ঐ স্বপ্নের গুরুজীর কথা মনে পরে--বাস্‌ সেই হোতেই পড়া খতম্। এখন বুঝ্‌লে।

অজয়—আচ্ছা বুঝলাম তো সব—এখন তুমি আমাকে করিমের বাড়ীতে পৌঁছে দেবে ?---

গোবর—অ্যাঁ—করিম চাচার বাড়ী ? সেটা আবার দেখাতে হয় নাকি ? একটু বুদ্ধি থাক্‌লেই হোলো—বেশ টানে টানেই যাওয়া যায়। ডাইনে বাঁয়ে—কিছুই ভাবতে হয় না।

অজয়—তোমাদের জানা রাস্তা, তোমরা পার—আমি কি কোরে পারবো ?

গোবর—বুঝেছি—বুদ্ধি কম। আচ্ছা, চল, তুমি আগে আগে চল—আমি পিছে পিছে যাই।

অজয়—আমি আগে যাবো কি কোরে ?

গোবর—বুঝ্‌লে না ? যখন আমরা হাল্ চালাই, আমরা পেছনেই থাকি।

অজয়—আমি কি হালের বলদ ?

গোবর—(খুব হাঁসি)—না, না, রাগ ক'র না। চল, চল, আমি তোমাকে একটা গান শোনাতে শোনাতে যাই।

"আগে আগে রাম চলত হ্যায়—
পিছে, লছমনজী—ী—ী" (খুব ঘাড় হেলান)

(কিছুদূর গিয়া) এইবার তুমি যাও—আমি আর যাবো না—।

অজয়—কেন ? তুমি করিম ভাই-এর বাড়ী যাও না ?

গোবর—উঃ বাবা—সেই বুড়োটা, করিম চাচার বড় ভাই। উহু—পারতি পক্ষে ও দিকে নয়।

অজয়—কেন ?

গোবর—কেন? তবে শোন একটা গল্প। ভগবান্ সৃষ্টি ক'রল চারটে জীব—একটা মানুষ, একটা গাধা, একটা কুকুর আর একটা শগুণ।—আর আয়ু দিল সবাইকে চল্লিশ বছর কোরে। বুঝতে পারছো ?

অজয়—খুব—খুব—বল তার পর ?

গোবর—জানোই তো, মানুষ খুব চালাক। সে একদিন গাধাকে বল্লে—ভাই চল্লিশ বছর কষ্ট কোরে বেঁচে ক'রবি কি ? তুই তোর চল্লিশ বছর হোতে আমাকে দে—বিশ-বছর। গাধা—রাজী হল। এই রকম কোরে মানুষ বিশ বছর নিল গাধার কাছে, বিশ বছর নিল কুকুরের কাছে আর বিশ বছর নিল শগুণের কাছে। এই রকম কোরে মানুষের হল একশো বছর—কিন্তু হুঁ হুঁ আয়ু নিলে কি হয়—স্বভাবটা যাবে কোথায়। প্রথম ৪০বছর তো বাঁচলো নিজের তালে, তার পর যেমন পার হল ৪০,—অমনই এর বোঝা, ওর

বোঝা—এটার ব্যবস্থা কর—ওটার ব্যবস্থা কর,—বিয়ে সাদীর যোগার কর। বাস্ চ'লল বিশ বছর এমনই কোরে। তারপর যেমন ৬০ পেয়িয়েছে—অমনই আরম্ভ হল ভেউ, ভেউ—এক জায়গায় ব'সেই আরম্ভ হ'ল—কে যায়? কোথা বাড়ী? কেন রে, বলি, কিসের জন্য—? তারপর যেমন পার হল ৮০, অমনই,—থাক্ মাথাটা উঁচু কোরে—কখন দুটী খাওয়া মিলবে—বুঝছো।

অজয়—হঁা বুঝছি—

গোবর—এখন কে শুন্‌বে ঐ বুড়োর কথা? ঐ দেখ বাড়ী ভুমিযেতে পারবে। যাও। [প্রস্থান]

৪র্থ দৃশ্য

শ্রীপুর গ্রাম

(নটবর দের বাড়ী)

নায়েব—কি ক'রব কর্ত্তা, আসল কাজটাই হোয়ে উঠলো না। লেঠেল নিয়ে যেই যাওয়া,—অমনই গাঁ শুদ্ধ লোক জুটে প'ড়ল। আপনার কথামত আমি দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাকেই মালিক অর্থাৎ আপনি স্বয়ং ঠাওর করল আর কত ছুট্‌ছাট্ কথা ব'লতে লাগলো। সকলেই আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগলো—ঐ বেটা মহাজন।

নটবর—আচ্ছা, আসুক একবার গাঁটা দখলে।

নায়েব—আজ্ঞে দখলে আসবে, তবে তো? যা হোয়ে গেল তাই এখন সামলান। আমরা যেমন গেলাম—অমনই লেগে গেল তুমুল কাণ্ড! দুই দিক হ'তেই পড়তে লাগলো লাঠি। ঘরটর তো ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। এখন দুটো দুটো লোক যে খুন হয়ে গেল—তাই ভাবছি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। আর আপনারই লোক শেষ ক'রল কিনা আপনারই লোককে—ঐ রমেশ বাবুকে! ওদের ছোট বাবুকে যে খুন ক'রল সেটা না হয়, ধরলাম না, কেন না তাই কোরতেই তো লোক পাঠিয়েই ছিলেন—আপনি।

নটবর—নায়েব বাবু, একি সর্ব্বনাশ, দু-দুটো খুন। তুমিও ব'লছ, আমিই লাঠিয়েল পাঠিয়েছিলাম, আর সেখানেও তোমার জায়গায় আমারই নাম র'টে গেল! নায়েব! তোমারও বেশ একটা কারচুপি র'য়েছে।

নায়েব—আজ্ঞে, না—এক বেটা নেহাৎই বাজে লোক—একেবারে তেড়ে এসে জিজ্ঞেস ক'রল—তোমারই নাম লটপট? আমিও রেগে ব'ললাম—লটপট—কিরে বেটা। বল, নটবর দে মহাশয়। বেটা তুই শ্রীপুরের মহাজনের নাম জানিস্‌নে—এত বড় মূর্খ!

নটবর—নায়েব, তুমি যা কোরেছ বেশ বুঝতে পারছি—বেশ বুঝছি, নায়েব বাবু। হেই নায়েব বাবু—এখন একটা উপায় বের কর। তোমার কাছে, অনেক উপায় আছে। এই

নাও তোমার হ্যাণ্ড নোট দুটো (দেরাজ হোতে বের ক'রে নায়েবকে দেওয়া) একটা উপায় ঠিক কর, নায়েব উপায় ঠিক কর। এ কি সর্ব্বনাশ, দু-দুটো খুন—ভগবান্—একি জালে ফেল্‌লে।

নায়েব—ভগবানের কি দোষ ? আমরা জাল ফেলি অহরহঃ, ভগবান জাল ফেলেন একবার।

নটবর—এ তামাসার সময় নয়—মতলব বের কর—নায়েব, মতলব বের কর।

(D. S. P.'র কন্‌ষ্টেবল সহিত প্রবেশ)

D. S. P.—আপনারই নাম নটবর দে ?

নটবর—আজ্ঞে ঐ নামই বটে—তবে এই মাত্র খবর পেলাম আমার এক নাতির মৃত্যু হোয়েছে—তাই আমার মাথার ঠিক নেই। নইলে আপনি এসেছেন—আমার কত সৌভাগ্য—!

D. S. P—রেখে দাও তোমার ঐ সব বাজে কথা। খবর, কাহারও মৃত্যু নয়—খবর হোলো—**murder**-হত্যা।

নটবর—আপনি কি ব'লছেন—আমি যে কিছুই বুঝছিনে। আমরা নেহাৎই দেহাতী পাড়া গেঁয়ে লোক—সাদাসিধে মানুষ, বড় কথার মধ্যে, হুজুর, কখনও থাকিনে।

D. S P.—এই সব শয়তানী, এখন রেখে দাও। ঐ সব ভালোমানুষি দেখিও সেই সব বিচারক আর কবিদের কাছে—যাঁরা পল্লীগ্রামের সরলতা ভেবে, আর সেই কথা

কলমের আগায় ফুটিয়ে, নিজেদের ভেতর একটা উচ্চস্তরের ঝিলিক্ দেখতে চান। আমি দেখেছি পাড়াগাঁয়ে এমন সব লোক আছে—শয়তানীতে যাদের জুড়ি সহরে খুব কম পাওয়া যায়।

(নায়েব চলিয়া যাইবার উপক্রম)

এই কোথায় পালাচ্ছ ? কাকেও ছাড়া হবে না।

নায়েব—আজ্ঞে আমি তো কিছুর মধ্যে নেই।

D. S. P.—তুমি শুনেছ খুনের কথা— ?

নায়েব—হাঁ হুজুর, শোনাই বটে। বাবুর নাকি ১০।১২টা লেঠেল গিছ্‌লো—দুটো লোকও না কি মারা গিয়েছে।

নটবর—না হুজুর—আমি শপথ ক'রে ব'লছি এখান হোতে কোন লেঠেলই যায় নি।

D. S. P—সিংজী, **arrest** কীজিয়ে— দোনো কো।

নটবর—(কাঁপতে কাঁপতে) হুজুর হাতকড়ি পরাবেন না—আমি ম'রে যাব। আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে নিন—আমায় হাতকড়ি পরাবেন না। এই চাকর-বাকর হোতে আরম্ভ কোরে যত লোক আমার হাত-কড়া দেখ্‌বে সকলে হাসবে—সকলে আমার গায়ে থুতু দেবে। সকলেই ভেতর ভেতর আমাকে কুকুরের চাইতেও বেশী ঘৃণা করে, কেবল আপনাদেরই দয়ায়—সকলকে দাবিয়ে রেখেছি। এই ঠাট্-বাটের জোর—আর আপনাদের দয়া—এইমাত্র সম্বল। সব—সর্ব্বস্ব—আপনার পায়ের তলায় রেখে দিচ্ছি—আমাকে ছেড়ে দিন।

(বাহির হইতে এক দারোগার ডাক—হুজুর)

D. S. P.—কে ! দারোগা বাবু ? (কন্‌ষ্টেবলের প্রতি)—আপ্ য়হাঁ খাড়া রহিয়ে—হম্ তুরন্ত্ আতে হেঁ। (প্রস্থান)

নটবর—কন্‌ষ্টেবল্ সাহেব,—একটা উপায় কোরে দিন, দোহাই আপনার ! চিরকালই আমি আপনাদের খুসী কোরে এসেছি —এই নেন্ কন্‌ষ্টেবল সাহেব—এইটে আপনার ছেলে-পিলের জন্য। আপনারটা বাকী থাক্‌লো। ১০।১৫।২৫ হাজার যা লাগে—আপনি যাতে পারেন।

কন্‌ষ্টেবল—বাবু ! উয়া দিন আর নেহী হ্যায়—ভারত স্বতন্ত্র হো গয়া। ঔর—এহী সাহেব তো হীরাকা টুক্‌রা। খাতে পীতে তো হ্যায় বহুত মামুলী ঔর যো কুছ বাঁচতা হৈ সব খরচ করতে হৈঁ গরীবোঁ কে লিয়ে, আউর উনকা আশ্রম কে লিয়ে।

নটবর—আজ্ঞে হাঁ—দেবতা, সাক্ষাৎ দেবতা। কনষ্টেবল সাহেব, আপনিও দু হাজার টাকা নিয়ে গরীবদের দান করুন। আপনিও পর জন্মে নিশ্চয়ই ৮।১০ হাজার পেয়ে যাবেন।

কন্‌ষ্টেবল—বাত্ তো ঠিক হ্যায়—লেকিন সোয়াল হ্যায় খুনকা—

নটবর—নেই হুজুর—খুন্ খুন্ ব'লবেন না। আমার হার্ট্‌ফেল হোয়ে যাবে। আমি ব'ল্‌ছি—২০।২৫।৫০ হাজার টাকা গরীবদের জন্য, বিড়াল কুকুরদের জন্য—যার জন্যই হউক আমি এখনই ঢেলে দিচ্ছি।

D. S. P.—(পুনঃ প্রবেশ)—এখন কি বোল্‌তে চাও ?

নটবর—হাঁ হুজুর—হুজুর যদি বলাবলির অবসর দেন, তা হোলে—

D. S. P.—চুপ্ কর— তোমার কীর্ত্তি জান্‌তে আমার বাকী নেই। ঐ শ্রীপুর তালুকটার জন্য একটা দলিল লিখিয়ে নিয়েছ, আর ১২টী লেঠেল পাঠিয়েছিলে ?

নটবর— হুজুর, দলিলটে একটা খেলার দলিল। কার সম্পত্তি কে দলিল লিখে দেয় ? হুজুর যদি বলেন—ঐ দলিলটা, বাক্সে যত কিছু কাগজ, নোট আছে সব এনে হাজির করছি।

D. S. P.—হ্যাঁ, তাই আন। সিংজী, আব্ ভি যাইয়ে—একদম সব খালি করকে লাইয়ে। ডাকাত কোথাকার।

(দুইজনের প্রস্থান)

—এই নায়েব বাবু, এখানে কত দিন কাজ করছ ?

নায়েব— আজ্ঞে—অনেকদিন হোতে।

D. S. P —দেখ, তুমি যতদূর জান—যাকে যাকে এই লোকটা প্রবঞ্চনা কোরেছে—দুটাকা দিয়ে দশ টাকা আদায় কোরেছে, টাকা না দিয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়েছে—সকলের একটা লিস্ট কোরে আমায় দাও।

নায়ব—আজ্ঞে, লিষ্ট অনেক বড় হবে—তবে মোটাবুটি একটা করা সম্ভব হবে। আমারই কথা প্রথম ধরুন। আমারই দুই কন্যার বিবাহে—একটি ওনার কর্ত্তার আমলে—আর একটি ওনারই আমলে কিছু ধূলা-কাঁকর মেশানো চাল—আর পুকুরের মাছ দিয়ে সুদে আসলে দু হাজার টাকার

হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়েছেন—তবে এই গোলমাল শুনে, হুজুর আসবার এক মিনিট পূর্ব্বেই—আমাকে হ্যাণ্ডনোট দুটী ফেরৎ দিলেন।

D. S. P.—হ্যাণ্ড্‌নোট্‌ দুটো আমাকে দাও। যাও, তুমি শীঘ্র লিষ্ট তৈরী কর।

(নটবর ও কন্‌ষ্টেবলের প্রবেশ, D. S. P'র সম্মুখে দলিল, রাশীকৃত নোটের তাড়া ও হ্যাণ্ডনোট ইত্যাদি ঢেলে দেওয়া)

নটবর—হুজুর, সমস্ত সিন্দুকটা উজাড় কোরে এই সব নিয়ে এলাম—হুজুর, লাখো টাকার অধিক—তা যাক্‌, সব যাক্‌—আমাকে খুনের দায় হোতে রক্ষা করুন।

D. S. P.—তুমি হাঁসি মুখে এ সব দিতে পারবে ?

নটবর—যদি ফাঁসির হাত হোতে বাঁচতে পারি—

D. S. P.—হাঁ, এক দিকে হাতকড়ি আর ফাঁসি কাঠ—অন্য দিকে—ঐ পাপের চিহ্ন—তোমার টাকা আর হ্যাণ্ডনোট। এই হাত কড়ি আর ফাঁসি কাঠ স'রে যাবে, যখন ঐ পাপচিহ্নগুলি তুমি নিজেই হাসিমুখে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে। পারবে ?

নটবর—হাঁ হুজুর, পার্‌ব।

D. S. P.—তবে নাও—এই দুইখানি hand-note—যা তোমরা আদায় কোরেছিলে—তোমাদের নায়েবের কাছে। এই নাও একখানি ছিঁড়ে ফেল তোমার পিতার নাম নিয়ে,

পিতৃ-তর্পণ কর, তাঁর আত্মার একটু ঊর্দ্ধগতি হোক (নটবরের ছিন্ন করণ)। এই নাও, আর একখানি—হাঁসিমুখে ছিঁড়ে ফেল। সহাস্যে ক'রছ তো?

নটবর—হাঁ হুজুর হাঁসিমুখেই করছি। হুজুর হাঁসতে গেলে হার্ট্ ফেল হবে।

D. S. P.—ও হার্ট্ ফেল হয় না। ও হার্ট্ শ্মশানে ব'সে শ্মশানের ধোঁয়ায় অট্টালিকার ছবি আঁকে। ও হার্ট্ ফেল হয় না।

নায়েব—(প্রবেশ) হুজুর, লিষ্ট তৈয়ার হোয়েছে।

D. S. P.—কই list আমাকে দিন। আর আপনি যত লোককে পারেন সংবাদ দেন যে নটবর বাবুর হঠাৎ সুমতি হোয়েছে। তিনি সকল ঋণীকে দায়মুক্ত কোরে দিয়ে কাশীবাসী হবেন, মনস্থ কোরেছেন। সকলেই যেন শীঘ্র আসেন।

নায়েব—হুজুর—ঐ দেখুন প্রায় সকলেই এসেছে। খুনের হল্লা হওয়া, তারপর আপনাদের আসা—এই জেনেই বহু লোক এসে গেছে!

D. S. P.—আচ্ছা আমি গিয়ে বাইরে একটু বসি, আপনি ও কনষ্টেবল সাহেব—এক এক জনকে ডেকে—তাদের হ্যাণ্ডনোট, টাকা কড়ি সব ফেরৎ দেন।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

৫ম দৃশ্য

বিজলী বাবুর শ্যালক অমল—তাহার বাড়ী

অমল উপবিষ্ট, দেবুর প্রবেশ (D.S.P.)

অমল—কি হে, দেবু যে! এতদিন পরে মনে পড়ল?

দেবু—শুধু মনে পড়া নয়—মনে একটা আঘাত নিয়ে এসেছি তোমার কাছে। তোমার দিদি—বিজলী বাবুর স্ত্রী—নটবর দে নামে এক মহাজনের নিকট হোতে একটা বন্দকী দলিল লিখে দিয়ে কিছু টাকা অগ্রিম নিয়েছেন। স্ত্রীধন ইত্যাদি মিথ্যা কথা তাতে আছে। জিদ্ ও হিংসার জ্বালায় অন্ধ হোয়ে তিনি একাজ কোরেছেন, বুঝি। কিন্তু নটবর ছাড়্বার পাত্র নয়—আর cheating সাব্যস্ত হ'লে, তার পরিণাম কি হয়—তা তুমি জান।

অমল—ভাই—আমাকে বলা মিথ্যা। আমার দিদি যে প্রকৃতির লোক তিনি ব'লে বসে আছেন যে এসব আমারই রচনা করা। আমি তাঁদের ডেকে দিচ্ছি, তুমিই তাঁদের বল। (চাকরকে বলা—দিদি ও জুলিয়াকে ডেকে দাও)। তবে দেখছি—ঐ নটবর দেটা অতি কাঁচা লোক—একটু অনুসন্ধান ক'রলেই তো জানতে পারতো—এই সম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার অধিকার দিদির আছে কি না?

দেবু—অমল, তুমি চেন না এই সব হুঁসিয়ার, অতি হুঁসিয়ার লোকদের। অনেক সময় তারা ইচ্ছে কোরে, চেষ্টা কোরে,

১০।২০ টাকা খরচ কোরে—**cheated** হ'য়েছে—এইরূপ একটা **case** খারা করে—তার পর সেইটে নিয়ে বহু খেলাই খেলে। তাদের কাছে এটা একটা বড় **art.**

অমল—তবে, এখন উপায় ?

দেবু—আমি যখন আছি তখন হবেই একটা প্রতিবিধান।

বিমলা—(অমলের দিদি, প্রবেশ করিয়াই)—কিসের প্রতিবিধান অমল ?

অমল— কি যে ব'লব—তুমিই বল, দেবু।

দেবু—শ্রীপুরের নটবর দে—আপনার বিরুদ্ধে এক **cheating case** ক'র্ছে। ভুল বুঝিয়ে আপনি তার নিকট হোতে কিছু টাকা নিয়েছেন।

বিমলা—ভারি তো টাকা, ফেলে দিলেই তো মিটে গেল।

দেবু—**cheating case**—চুরিরই মত, টাকা ফেরৎ দিলেই আইনে ছাড়ে না।

বিমলা—তা হোলে কথা হ'চ্ছে,—আমরা চোর আর ডাকাত।

দেবু—(নিম্ন স্বরে)—কিন্তু চোর ডাকাতও বাড়ীর লোকের জীবন নাশের চেষ্টা করে না।

বিমলা—অমল তোমাদের যা ইচ্ছে কর, আমি চ'ললাম—তোমাদের মজামারা সহ্য হয় না।

জুলিয়া—আমিও যাই, তবে কাকার সম্বন্ধে আমাদের উপর কোন সন্দেহ ক'রলে আমাদের উপর বড় অবিচার করা হবে। প্রমাণ দিতে পারবো না, কিন্তু জানেন— ভগবান।

দেবু—"জানেন ভগবান" ? বলুন জুলিয়া দেবী, আবার বলুন, সহস্রবার বলুন "জানেন ভগবান"। সেই অদৃশ্য দ্রষ্টা পুরুষের সামনে হৃদয়ের সমস্ত পর্দ্দা খুলে দিয়ে—শান্তি ভিক্ষা করুন। যে ঘটনাচক্র সৃষ্টি হোয়েছে তা হোতে পরিত্রাণ পাওয়ার আর কোন উপায়ই নেই।

(জুলিয়ার প্রস্থান)

অমল—কি সর্ব্বনাশ, দেবু মনে আছে, কলেজে পড়্‌বার সময় এই স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে তোমার সহিত আমার প্রবল তর্ক হয় ? তুমি ছিলে স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী, আমি ছিলাম ঘোর বিরোধী। মনে আছে, সে কথা ?

দেবু—খুব আছে। আমি স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলাম, এখনও আছি। তোমার দিদি ও তাঁর মেয়েকে দিয়েই স্ত্রী শিক্ষা খারাপ, একথা বলা উচিত নয়। ভাল মন্দ কতকটা নির্ভর করে—নিজ নিজ প্রকৃতির উপর আর বাপ মা যেরূপ শিক্ষা দেবেন—যেরূপ অভ্যাস করাবেন—তারই উপর। যাই হোক, সমাজে যেরূপ নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনা—অহরহঃ দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা হোতে আত্মরক্ষার জন্য Female Education-এর খুবই প্রয়োজন। এটা হ'ল কালের প্রয়োজন বা আবেষ্টনের চাপ। কিন্তু এ ছাড়াও একটা ভারতীয় আদর্শ আছে যার কাঠামো তৈরী কোরে গেছেন আর্য্য মনীষীগণ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ইত্যাদি উপাখ্যানের ভেতর দিয়ে। তাকে নষ্ট করা কল্যাণকর নয়—আর আমি বলে দিচ্ছি,—ভারত

ভূমিতে সম্ভবও হবে না। বিপরীত চেষ্টায় একটা—টানাটনি, খোঁচাখোঁচি সৃষ্টি হবে মাত্র। অমল, তোমার ভাগ্নীর ভেতর যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য ক'রলাম কুশিক্ষার চাপেই তা' নষ্ট হোয়ে গেছে। যাক্ কথা পরে হবে, এখন আসি।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(দশাননের বাড়ী)

নটবর দে—দশানন ভাই, বাড়ী আছ? (দুইবার)

ভৃত্য—(বাহিরে আসিয়া)—নাঃ—বাড়ী নেই।

নটবর—এখন আবার কোথায় গেলেন? এমন সময় তো কোথাও যান না।

ভৃত্য—নাঃ—কোথাও যান না। বাড়ীও থাকেন না।

নটবর—সাধে বলে—"কাজের লোক"। আচ্ছা ভাই, আর একবার ভাল কোরে দেখে এস।

ভৃত্য—ব'লছেন—যাই। দেখি, ওদিক হোতে আবার কি খবর হয়। আচ্ছা আপনার নামটা কি?

নটবর—নটবর দে—

ভৃত্য—আজ্ঞে, একটু ছোট কোরে বলুন।

(দশাননের চোখ মুছিতে মুছিতে প্রবেশ)

নটবর—এই যে দশু ভাই—দুয়োরের আড়াল থেকে একটু দেখে নিলে, বুঝি?

দশানন—আড়াল থেকে! আড়াল হ'তে দেখে নিলাম—**what do you mean by** আড়াল?

নটবর—তা ভাই, মাপ কর। কষ্টে প'রে—কখন কি বলি তার ঠিক থাকে না। এই দেখ না ভাই, একটা **D. S. P.**—**D. S. P.** না তার মাথা—বেটা আমারই বাড়ীতে ব'সে আমাকেই, ব'লবো কি ভাই, ভয়ানক অপমান কোরে গেল! আর যে কত বাহাদুরী কোরে গেল—তার আর কি ব'লবো। সে যখন বাহাদুরী ক'রছিল—তখন রাগে আমার গাটা রি রি ক'রছিল—মনে হচ্ছিল—দিই এক চর কোসে। কিন্তু পরে ভাব্‌লাম—নাঃ—নে, যতদূর পারিস্ বাহাদুরী করে নে—আছে দশানন ভাই, সহরে থাকলেও আমার গাঁ হ'তে তো বেশী দূর নয়। যা হউক—দশু ভাই—এর একটা বিধান তোমাদের ক'রতেই হবে।

দশানন—প্রতিবিধান তো নিশ্চয়ই ক'রতে হবে। তবে জানেন তো আমি স্পষ্টবাদী লোক। আমি এটা নিশ্চয়ই বলব আপনার এই দিনের বেলায় আমার এখানে আসা মোটেই উচিত হয় নি। লোকে আমার ***active principle**-এ সন্দেহ কোরবে! জানেন তো **principle**-টাই আমাদের আসল মূলধন। নটু দা—যত টাকাই থাক—আপনি আদার ব্যাপারী, এ সব **Titanic** খবর ঠিক হৃদয়ঙ্গম কোরতে পারবেন না। এই যে আস্‌ছেন পরান কেষ্টদা—উনিই

* এইরূপ ইংরাজী নকল করিবার চেষ্টা কারবেন না।

আমাদের party-র প্রধান তদ্বিরকারক। আমার এখানে third class লোকের স্থান নেই—(একটু পরে)—intermediate neither.

(পরাণ কেষ্ট বাবুর প্রবেশ—একটু রকমারি কথা
হ'লেই মাথা চুলকান ও বলবার সময় অকারণ
প্রত্যেক কথার আগে পাছে একটা হা-হা,
হা-হা করা মুদ্রা দোষ আছে)

হাঁ, পরান দা, শ্রীপুরের নটুদাকে নিশ্চয়ই চেনেন। এনাকে ভাল মানুষ পেয়ে এনারই বাড়ী বসে—একটা Police Officer—বেদম জুতো পেটা কোরে দিয়ে গেল।

(নটবর—বাধা দিয়ে) না, জুতো পেটা—

দশানন- You stop—Please stop, I say—আপনি যত বাহাদুর সব জানি—কি বল্‌ছিলাম—হাঁ—পেটা কোরে গেল। আমি বল্‌ছি—in broad daylight ব'ল্‌ছি ইংরেজ রাজত্ব চলে গিয়ে এই সব Officer দের বড় বাড়াবাড়ী হয়েছে। ইংরেজ রাজত্ব এক দিক দিয়ে Satanic হলেও কিন্তু সব দিক দিয়েই ideal রামরাজত্ব।

পরানকেষ্ট—এ pointএ আমি fully agree করি (হা-হা) শুধু pointএ কেন ? এ lineএ ও agree করি।

দশানন—আচ্ছা, নটুদা, with all faults on your head, আমি আপনার 'কারণ' গ্রহণ ক'রলাম যাকে সোজা বাংলায় —বলে—the cause.

পরাণ কেষ্ট—wonderful—বাংলা, ইংরেজী—যেন এক স্রোতে যেতেছে ভাসিয়ে! (হী, হী)

দশানন—আপনি আইনজ্ঞ লোক, কত হাকিম মানুষ ক'রলেন, আচ্ছা বলুন তো নটুদার দোষ কোথায়? তিনি দুটাকা দিয়ে দশ টাকা নেন—এই তো? অবশ্য এত না নিলেও পারতেন, তবুও আমি ব'লব—he is justified.—In broad daylight I say, he is justified and creatively justified, I mean—এই যে কোন একটা বীজ পুতুন—তা হ'তে হাজার হাজার ফল—এ কে না নিচ্ছে? আমি স্পষ্টবাদী লোক,—আমি গাল দিয়ে বলছি কোন বেটা একটা বীজ হোতে হাজার হাজার ফল না নিচ্ছে। তা যত দোষ ক'রলে—এই নটুদা? আচ্ছা I set my machine in order—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, বচন দিচ্ছি এমন কি word দিচ্ছি—আমি এর একটা হেস্ত নেস্ত না কোরে ছাড়চি না। আচ্ছা পরাণকেষ্ট দা আপনি নটুদার সঙ্গে একটু in details কথা বলে তাঁকে বিদেয় দিয়ে—ভেতরে আসবেন। কাল্‌কেকার—meeting টার বিবরণ আর প্রস্তাবগুলো ঠিকভাবে লিখে ফেল্‌তে হবে।

(দশানন বাবুর ভিতরে গমন)

পরাণকেষ্ট—যা হোক—একটা লোক বটে! ওঁর কাণ্ডকারখানা দেখ্‌লে—তাক্ লেগে যায়। ব'ললে কেও বিশ্বাস ক'রবে

না, কিন্তু সত্য কথা না বলাও অন্যায়। এই সে দিন পাঁজিতে ছিল নবগ্রহের কি একটা ভয়ানক যোগাযোগ—যাতে কি পৃথিবীর কক্ষ্যচ্যুত হওয়ারই কথা। নাস্তিকদের কথা ছেড়ে দিন, আমার ভেতর তো খুবই ভয় হ'চ্ছিল। যা হউক, ইষ্ট নাম জপ্‌তে জ'প্‌তে তো একবার দশুভাই-এর বাড়ী এলাম—কত হাঁক দিলাম দশু ভাই, দশু ভাই, নাঃ কোন জবাবই নেই। পরে একটা ফাঁক্‌ দিয়ে দেখি, দশু ভাই, ঘরের একটা কোণে—দেওয়ালে দুটো পা তুলে দিয়ে—কাঁধ দিয়ে কোসে পৃথিবীটাকে চেপে ধ'রে আছে। বুঝে নিলাম সব ব্যাপারটা, কাজেই তখন আর বিরক্ত কর'লাম না—বাড়ী ফিড়ে এলাম। সন্ধ্যা বেলায়—দশু ভাইকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম্‌। তা সে ব'লবে কেন? মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁসতে লাগলো। আমি কিন্তু খবরটা relay কোরে দিলাম—relay কোরে দিলাম দু-একজন Minister ও দু-একজন M. L. A. কে।

নটবর—তা' হ'লে আপনারা এতদূর বিশ্বাস করেন!

পরাণকেষ্ট—আরে মশাই, নিজে দেখ্‌লাম—নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কি কোরে? আর প্রমাণও র'য়েছে হাতে হাতে—এই দেখুন পৃথিবীটা যেমন চ'ল্‌ছিল—ঠিক তেমনই চ'লছে—কথাটা কি জানেন—*There are more things in the sky than—than—আরে, দূর ছাই. এসব oft-quoted lines কি আর মনে থাকে?

নটবর—যাক্—তা হ'লে আমার একটা প্রতিবিধান হবে ?

পরাণকেষ্ট—হাঁ, নিশ্চয়ই হবে। (হী হী)। আমাদের partyর সকলে মিলে আপনার জন্য ল'ড়বো—machine-টা চালিয়ে দেব, মানেটা বুঝলেন না ? ঐ তো-হয়—দশু ভাই এর অনেক কথার অর্থ বাহির ক'রতে আমারই ডাক পরে। Professional senior ও এখানে আমার কাছে হার মানে।

নটবর—তা হোলে আপনারা সকলে মিলে আমার জন্য ল'ড়বেন।

পরাণকেষ্ট—হাঁ, এইবার বুঝ্‌চেন—আর দেখুন, লড়তে আমরা মোটেই পেছ পা নই। দিই একটু নমুনা, একটু শুনুন। কালই রাত্রে আমরা দেশের যত গরীব, সবকে নিয়ে একটা মিটিং করেছিলাম—মিটিং-এ কিছু ব'লতে হবে ভেবে—আমি বাড়ী হোতেই দু-চার কলম লিখে নিয়ে গিছ্‌লাম। মিটিং এর সময় আমার লেখানুসারে ভেতর ভেতর বেশ একটু pose জমাচ্ছিলাম—কিন্তু ওঠা হল না। না হোক্, আপনি একটু শুনুন—কিছু idea হবে। "হে জ্ঞানমানশীল-সমন্বিত সমবেত স্বজনবর্গ! হুঁ—এই যে প্রতিদিন সূর্য্য দেখেন, ওটা একটা গৌরবতান্ত্রিকের প্রচণ্ড জ্বলন্ত উদাহরণ, ওটাকে খর্ব্ব কোরতে হবে। কোরবে কে ? কোরবেন আপনারা। আর ঐ যে দেখছেন চাঁদ, উনি একটা ধার করা আলো নিয়ে ভালো মানুষ সেজে নীল

---

* "There are more things in Heaven and Earth, Than are dreamt of in your Philosopy" Shakespear.

আকাশে গা দুলিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন, ওটাকে আকাশের বুক হোতে ছিনিয়ে নিয়ে—আমাবস্যার তামস গর্ভে ছুড়ে ফেল্‌তে হ'বে। কোরবে কে? কোরবেন আপনারা ও আমরা। উঃ পড়তে পড়তে এখনই আমার গাটা শিউরে উঠছে, ভেতরের রক্ত লাল হোয়ে উঠ্‌ছে।

নটবর—দোহাই কেষ্ট বাবু, আমাকে আর দগ্ধাবেন না—আমার কিছু করবার থাকে তো বলুন।

পরাণকেষ্ট—আহা হা সেইটে বলবার জন্যই তো এত কথা। এখন বুঝলেন—ব্যাপারটা কত বড়। সেই অনুপাতে খরচও তো আছে। অবশ্য subject to correction, আমার মনে হয়—(কাণে-কাণে ফিস্ ফিস্ কোরে বলা) লাগবে?

নটবর—এত? তা হউক—তা হোলে প্রতিবিধান নিশ্চয়ই হবে?

পরাণকেষ্ট—নিশ্চয়ই হবে। প্রতিবিধান কোন জিনিষের নেই? গ্রীষ্মের প্রতিবিধান বর্ষায়, বর্ষার প্রতিবিধান শীতের সুন্দর নীলাকাশে।

নটবর—কিন্তু তাতে তো পয়সা খরচ হয় না।

পরাণকেষ্ট—খরচ হয় না? আপনার কথা তো বিজ্ঞের মত হ'ল না। Weather change-এ কত লোকের অসুখ হয়, তার খবর রাখেন? কত বড় একটা national loss, আজকালকার গভর্ণমেণ্টই সে খবর রাখে না, তো আপনি!

এসব বুঝতে হ'লে,—চাই **higher education.** এবার আমরা **election-minded** হ'য়েছি, যার তার হাতে **Goverment**-টা আর ছেড়ে দিচ্ছি না। ঐ বেরং, বুড়ো-পার্টির সাহেব, বিবি, টেক্কা, আমাদের রং এর সাত আটার চোটেই, সব পাবে অক্কা। আর ঐ পোষা পাখীর দল, ওদের তো—এক তুড়িতেই দেব উড়িয়ে, একদম উড়িয়ে। (ঊর্দ্ধে তাকাইয়া, কোমরে হস্ত সংলগ্ন)—

"দূর আকাশে, মৃদুল বাতাসে—
উড়ে যায় ঐ পোষা পাখীর ঝাঁক্।
সেদিন আসিবে, ওরা ভূতলে নাবিবে—
স্বপন সৌধ সবের (হায়) হোয়ে যাবে ফাঁক্॥"

যাক্ ওসব কথা—। আমি এখন ভেতরে চল্‌লাম, আপনি আজকালের মধ্যেই টাকাটা যোগাড় কোরে ফেলুন।

(ভিতরে প্রবেশ)

নটবর—ব্যাপার যা বুঝ্‌ছি—প্রতিবিধান একটা হবেই। তবে নিজের কাছে তো কিছু নেই। তা হোক—আজই মহাজনের কাছে সম্পত্তিটার কিছু অংশ বন্ধক দিয়ে টাকা নিশ্চয়ই যোগাড় ক'রব।

(প্রস্থান)

(পরাণকেষ্ট ও দশাননের ঘরের বাইরে আসা)

দশানন—আচ্ছা আপনি এখন যান, কিন্তু আপনি সরাসরি টাকার কথা ব'লে একটা নেহাইৎ গাধার মত কাজ

কোরেছেন। একটু common sense খাটাতে হয়। Common sense, I see, so uncommon in this world of lawyers and doctors, teachers and engineers—and of politicians as well. (বলিতে বলিতে ভিতরে প্রবেশ।)

পরাণকেষ্ট—দশু নয় তো বেটা দস্যু। কি ক'রব? party in- terest-এ সবই সইতে হয়। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(নটবরের বাটীর বহিরাঙ্গন)

নটবর—উঃ খাওয়া নেই দাওয়া নেই, সব মহাজনের বাড়ীতেই ধর্ণা দিয়ে এলাম। মহাজন তো নয়, এক একটা পিশাচ, সব গ্রাস কোরতে চায়। দেবে দশ টাকা, তাও দেয় কি না দেয়—কিন্তু আগেই লিখে নিতে চায়—একশো টাকার দলিল। উঃ সেই মোটা ট্যারা বেটার কথা—বহুকাল মনে থাকবে—বেটার তাকানি ট্যারা, হাঁসি পর্য্যন্ত ট্যারা—বেটা ইচ্ছে করেই আবার একটু খোনা খোনা কথা 'ব'লছিল। বেটা বলে কিনা—না, না,—যাক্—সর্ব্বস্ব যাক্ আর ও

রাস্তায় নয়, ঘেন্না হোয়ে গেল। বাবুদের কাছেও যাচ্ছি নে, আর মহাজনদের কাছেও যাচ্ছি নে। বাড়ী বসে এতদিন মাংস খেয়ে এসেছি,—কসাইখানার হাল দেখে এবার আক্কেল গুরম্—না, না,—আর নয়—খোকা ও খোকা (বলিতে বলিতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ)।

(গুহাভ্যন্তরস্থ কুঠরী হইতে পূর্ব্ব পরিচিত কন্‌ষ্টেবল্ সিংজী বাহির হইয়া আসিয়া)—আস্তে, খোকা বাবুকী হালৎ বহুৎ খারাপ হৈ। ভারী অসুখ।

নটবর—অসুখ? আরে, অসুখ টসুখ—এই বাজে জিনিষগুলো আমি দেখ্‌তে পারিনে—এগুলো, ছাই আবার কেন?

কন্‌ষ্টেবল—আরে, বাজে জিনিষ নহী। ডগদর জবাব দে গয়ে, বঁচনেকী উমীদ্ নহী, এ'সাহী বোল্ গয়ে।

নটবর—কে? কন্‌ষ্টেবল্ সাহেব?

কন্‌ষ্টেবল্—আস্তে বোলিয়ে। মেরা সাহেব অভী চলে গয়ে—উন্‌কা বড়া সাহেব আজ থানামে আয়া। আইয়ে ভিতর

(পর্দ্দা উত্তোলন—ভিতর কক্ষে "খোকা" বাবু শায়িত)

'খোকাবাবু'—(অজ্ঞান অবস্থায় শায়িত ও প্রলাপ)—পাইলট্ ঊর্দ্ধে, আরও ঊর্দ্ধে। ঐ দেখ, পাইলট, একবার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখি। মানুষগুলো কত ছোট, কত তুচ্ছ, ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় রাতদিন কি কিল্‌বিলই না কোরে বেড়াচ্ছে। তাও বুঝি মিলিয়ে যায়, কতকগুলি কালো রেখা কুটিল গতিতে চ'লছে মাত্র। চল পাইলট, দ্রুত

চল—ঐ দেখ হিরন্ময় মন্দির—ভিতরে বিরাজমান নিরবয়ব জ্যোতির্ম্ময় দ্রষ্টা পুরুষ শ্রীজগন্নাথ। সম্মুখে অসীম অপার মায়া জলধি—। অন্তঃ আকর্ষণে, শীতোষ্ণ নিপীড়নে ঐ চলে নিরন্তর আলোড়ন. ঐ ওঠে কত কি ধ্বনি,—ঐ শোন, উল্লাসের হৈ হৈ রব, ঐ আসে আর্ত্তের বুক ফাটা ক্রন্দন, ঐ উঠে প্রলয়ের ঘোড় গর্জ্জন। কত ধ্বনি! সব আত্মদান কোর্‌ছে এক বিরামবিহীন অস্ফুট মহাধ্বনির গর্ভে—যে ধ্বনি সবকে আলিঙ্গিত কো'রে, বিশ্বকে ছাপিয়ে এসে স্পর্শ কোর্‌ছে ঐ শ্রীজগন্নাথের চরণ যুগল। কত তরঙ্গ উঠ্‌ছে কত টুট্‌ছে—ভাঙ্‌লো, ভাঙ্‌লো একটী সেই তরঙ্গ—(শেষ নিঃশ্বাস)

কন্‌ষ্টেবল—এহী জিন্দীগী—এহী দুনিয়া।

নটবর—খোকা, কি বল্‌ছিস—এ পুরী জগন্নাথ নয়, এ যে আমার বাড়ী—এ যে তোর বাড়ী, খোকা। তুই ভাল হ, খোকা, পুরী জগন্নাথ যাওয়ার ভাড়া আমি দেব। তুই ভাল হ।

কন্‌ষ্টেবল—আর ভাল হ। উয়, আপনা টিকেট আপনে কর লিয়া—সব শেষ।

নটবর—আঁ্যা....

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

২য় দৃশ্য

দৃশ্য—বনমধ্যে সরযূ আশ্রম পথে সাইকেল আরোহনে।

সরযূ—বড়ই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। কতবার আশ্রমে গিয়েছি, এমন তো কখনও হয় না। যাক্ একটু বিশ্রাম নিই। (সাইকেল রাখিয়া একটী উচ্চস্থানে উপবেশন)। এই, এই সে জায়গা,—এইখানেই গুণ্ডারা অলোক—বাবুকে আক্রমণ কোরতে চেয়েছিল তবে তার সাম্না সাম্নি হোলেই বেটারা হতভম্ব হোয়ে পালিয়ে যেত—তাঁর তাকানই সহ্য ক'রতে পারতো না—সব পালিয়ে যেত, না হয় তাঁর বজ্র মুষ্টির আঘাতে ধরাশায়ী হ'ত।

(জুলিয়ার সাইকেল আরোহনে আগমন ও অবতরণ)

জুলিয়া—আপনি কি মহাদেব বাবুর বাড়ী হোতে আস্ছেন ?

সরযূ—(অবাক্ দৃষ্টিতে তাকান)—হাঁ।

জুলিয়া—তা, এখানে একলা ব'সে ?

সরযূ—বাড়ীতে মার শরীর খুব খারাপ সেজন্য আমার মনটা খুব খারাপ হ'ল—একটু ব'সে পরলাম। দুশ্চিন্তার চাপে একটু উঃ আঃ বেড়িয়ে গিয়ে থাক্‌বে।

জুলিয়া—হুঁ, একটু কথার ভাঁজও যেন কাণে যাচ্ছিল। যাক্ আপনার মা তো এখন একটু ভাল ?

সরযূ—হাঁ, কিছু। তা, আপনি কি আমাদের আশ্রমভুক্ত ? আপনাকে এর পূর্ব্বে তো কখনও দেখি নি!

জুলিয়া—আমি আশ্রমে নূতন এসেছি। আশ্রমের ভিতর, শ্রম আবাসে একটী ঘর পাইয়াছি, সেইখানেই থাকি।

সরযূ—আশ্রমজীবন কেমন লাগ্ছে?

জুলিয়া—কঠোর পরিশ্রম কোরতে হয়, তাই বোধ হয় আমার পক্ষে উহাই একমাত্র শান্তির স্থান। বাজে চিন্তা বা অনুশোচনা করবার সময় নেই। যে অনাবিল শান্তিধারা সেখানে উপভোগ করি, কঠিন পরিশ্রমে তার ছন্দ পতন তো হয়ই না—বরঞ্চ তার ছন্দ রক্ষা কোরে যায়।

সরযূ—তা হ'লে আপনি বাড়ী হোতে যাতায়াত করেন না?

জুলিয়া—না (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)—বাড়ী! বাড়ী!—ভাই, অতীতে, হয় তো—সুদূর অতীতে—সভ্যতা বিকাশের অঙ্গ স্বরূপ গৃহস্থাপনার বিধান চালু হ'য়েছিল। ভালোয় মন্দয় সে বিধান এতদিন চ'লে এল। কিন্তু আর নাঃ প্রার্থনা করি, সে বিধান ভেঙে চূড়মার হয়ে যাক্। আমার বাড়ী, তোমার বাড়ী বলা ঘুচে যাক্।

সরযূ—কোন সাংঘাতিক ঘটনাই আপনার এরূপ মনোভাব সৃষ্টি কোরেছে।

জুলিয়া—সাংঘাতিক নিশ্চয়ই। আর মারাত্মক—কথা এই যে—অনুরূপ ঘটনা সমাজের ভিতর অবাধ গতিতে প্রবেশ কোরে যাচ্ছে—তাকে রুখবার, বাধা দিবার মত সংহত শক্তি সমাজের নাই—

সরযূ—সমাজসংহতি আনাই আমাদের আশ্রমের এক প্রধান উদ্দেশ্য।

জুলিয়া—যাই হউক, আমার কাছে আশ্রমটী স্বর্গসমান। আরও ব'লব স্বর্গ যদি সত্যই—এই আশ্রমের ন্যায় পবিত্র শান্তিময় স্থান হয়—তা হ'লে সেটা পুণ্যবান্‌দের জন্য না হোয়ে—পাপদগ্ধাদের জন্যই reserve থাকা উচিত—তা হোলেই ঠিক balance থাকে। দুঃখের আবেগে সব বল্‌ছি, ভাই। যাক্‌, এখন ওসব কথা। আশ্রমে উৎসব আগত প্রায়—আমার দেখবার ও যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল প্রবল—কিন্তু আশ্রম আচার্য্যের নির্দ্দেশ, তোমার নিকট থেকে তোমার মায়ের সেবা যত্নে তোমাকে সাহায্য করা।

সরযূ—মাকে ছেড়ে বের হোতে আমারওমন মোটেই স'রছিল না। কিন্তু আজ বাবা আমাকে অতি দৃঢ় ভাবেই ব'ললেন—"সরযূ তুমি আশ্রমে যাও—যাওয়ার কথা দেওয়া আছে, আর তোমার উপর ভার দেওয়া কতকগুলি বিশেষ কাজ আছে। তুমি যাও"। তিনি বলিলেন—"সরযূ, মায়া মমতা অতি দুর্জ্জয় ও স্বাভাবিক কিন্তু এই কঠোর সংসারে—সেই মায়া মমতার উপর স্থান দিতে হবে কর্ত্তব্যকে। তোমার যাওয়ার কথা আছে, তুমি যাও"—ব'ল্‌তে ব'লতে তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে এল—চোখ সিক্ত হ'য়ে উঠলো, তিনি ব'ললেন—"সরযূ, জানি না সৃষ্টির কোন আদিম আহ্বান, জীবন ভোর আমাকে নিয়ে এসেছে ভাব, উচ্ছ্বাস—বেদনার পিছনে পিছনে; কর্ত্তব্য

অকর্ত্তব্যের বিচার, লাভ লোকসানের হিসাব, যশ অপযশের চিন্তা সবকে তুচ্ছ কোরে, নিয়ে এসেছে তারই অনুসরণে, কখনও বা তার তড়িৎদীপ্তিতে আমায় উন্মত্ত কোরে— প্রচণ্ড বেগে,—কখনও বা তমোলাঞ্ছিত স্তব্ধ আবেশে— মন্থর গতিতে। ফলে, তোমরা সকলে পরে গেলে এক মহা অসামঞ্জস্যের ভিতর। তাই বলি, তোমরা কর্ত্তব্যকেই প্রধান স্থান দাও,—তুমি আশ্রমে যাও।” বাবার কথা শুনে ভাই, বেরিয়ে প'লাম চিত্রার্পিতের ন্যায়। চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে মায়ের কথা এক একবার হু হু কোরে মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌ছে। যদি—যদির কথা ভাব্‌তে যাচ্ছি—ভাব্‌তে পার্‌ছি না, বুক কেঁপে উঠ্‌ছে, অন্ধকার দেখ্‌ছি। বল তো, ভাই, আমাদের বয়সী মেয়েদের পক্ষে মা কত বড় আশ্রয়। বোধ হয় দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরও এত নয়।

জুলিয়া—মা আশ্রয়—ঠিকই বলেছ ভাই। যাক্—আর চিন্তা ক'র না—। তোমার বাবা তোমার মাকে অনেকটা নিরাপদ বুঝেই তোমাকে পাঠিয়েছেন। ও চিন্তায় আর মন খারাপ ক'র না। (স্বগত)—মানুষের ভেতর এমন একটী জীবনীয় শক্তি আছে—যে সে প্রলয়ের মধ্য হোতেও জীবন আহরণ কোরে লয়—আশ্রয় খুঁজে বা'র করে। চল, ভাই, আশ্রমে যাই!

সরযু—তোমাকে পেয়ে, তাও যেন একটু আশ্রয় পেলাম।

(প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

বিজলী বাবুর বাগান বাড়ী

(বিজলী বাবু ও মাষ্টার)

সঙ্গীত····(একটী লোক গান গাইতে গাইতে চলিয়া গেল)

বিজলীবাবু—মাষ্টার আমার একবার জীবনসংশয় অসুখ হোয়েছিল, একমাস শয্যাগত ছিলাম—সুস্থ হওয়ার পর যে দিন প্রথম বাইরে এলাম, তখন প্রত্যেক জিনিষের ভেতর এক অপূর্ব্ব নবীনতা ও সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পেলাম—সবের সঙ্গেই একটা প্রাণের সংযোগ যেন অনুভব ক'রতে লাগলাম—মনে হোলো এত দিন সব জিনিষই যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে ছিল—অপেক্ষা ক'রছিল—তারা যে আমার কত আত্মীয়—এইটে কবে আবিষ্কার ক'রব এই ভেবে। কালক্রমে সে ভাবটা ধুয়ে মুছে গেল—পরে গেলাম কালের আবর্ত্তে। আবার ঘটনা স্রোতে আস্‌ছে—সেই আভাস, সেই হাওয়া।

মাষ্টার—তুমি নিজকে নিঃস্ব কোরে, একেবারে খালি কোরে এত বড় সম্পত্তিটা ভাই-এর নামে কোরে দিলে—সেই ত্যাগের মহিমাই তোমার মন প্রাণকে হাল্‌কা কোরে দিয়েছে,—আত্ম-তৃপ্তির সুষমায় মন প্রাণকে ভ'রে দিয়েছে।

বিজলীবাবু—মাষ্টার, তুমি অন্ততঃ জান অলোকের মন এই সম্পত্তি টম্পত্তির বহু উর্দ্ধে! তবে আসল ঘটনাটা তোমাকে ব'লছি। সে দিন জমিদারীর টাকাটা জমা দিয়ে এসে

রাতে শুয়েছি, হয় তো নিদ্রার আবেশ একটু এসে থাক্‌বে। আমি দেখ্‌লাম—"এক অস্পৃষ্ট মূর্ত্তি অতি বেদনাতুর স্বরে আমায় জিজ্ঞাসা ক'রচে—খোকার কবচটী কই। সে যে তার জীবনের রক্ষাকবচ। সে কবচ কই?" কি উত্তর দিবো? আমি থর্‌থর কাঁপতে লাগ্‌লাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মূর্ত্তিও মিলিয়ে যাচ্ছিল, তবে অন্তর্ধান পথে মূর্ত্তি একবার উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌লো—এ মূর্ত্তি আর কেও নয়—স্বয়ং আমার মা। মা ধীরে ধীরে আমার হাত ধ'রে—এই হাত ধ'রে—তুলে দিলেন অলোকের মাথায়। বুঝ্‌লাম, আমার এই দক্ষিণ হস্তই অলোকের পক্ষে মাতৃদত্ত "রক্ষা কবচ"। পরে মার মূর্ত্তিকে আরদেখতে পেলাম না। সমস্ত মন প্রাণ স্পন্দিত হ'তে লাগলো মা মা ক্রন্দনে। ক্রমে, ক্রমে চেতনা নেমে এল নিম্নস্তরে—দেহগামী মনো-বুদ্ধির ভিতর। অমি ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌লাম—জেগে উঠ্‌লাম এই বিশ্বাস নিয়ে—আমার এই দক্ষিণ হস্তই অলোকের "রক্ষা-কবচ"।

মাষ্টার—বিজলী, এরূপ ধর্‌ণা দেওয়ার প্রথা সমাজে অনেক দিন হ'তেই আছে। তবে লোকে অজ্ঞান বশতঃ একে তুক্ তাকে পরিণত কোরে এর মহিমা একেবারেই নষ্ট কোরে ফেলেছে। বীজকে কিছু কালের জন্য সমাহিত থাক্‌তে হয় মাটির অন্ধকারে—তবেই তা হ'তে নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয়—তুমিও তোমার মন প্রাণকে সমাহৃত কোরে—

অনন্য হোয়ে, জাগতিক সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে আত্ম-নিয়োগ কোরেছিলে অভীষ্টের দিকে। তাই তোমার অন্তর্যামী, তোমার মাতৃ-রূপ পরিগ্রহ কোরে তোমাকে বর দানে ধন্য ক'রলেন। যাহা হউক, ভাই,—এখন বর্ত্তমান কর্তব্য যাহা, তাতেই মন দাও।

বিজলী—ঠিক বলেছ, এখন আমার একমাত্র কর্ত্তব্য অলোককে প্রতিষ্ঠিত করা—

মাষ্টার—হাঁ, কর্ত্তব্য কোরে চল—সাথে রয়েছে দেবতা ও মায়ের আশীর্ব্বাদ—

(অজয়ের প্রবেশ)

বিজলী—কে! অজয়?—এসো, এসো।

অজয়—আগমী শ্রাবণী শুক্লা দ্বিতীয়ায় আমাদের আশ্রমে যাওয়ার কথা আছে। শুনেছি, আশ্রমের বহু সন্তান ঐ তিথিতে সমাগত হইবেন। আমি যাইব, অলোক ও রমেশও যাইবে।

বিজলী—(আশ্চর্য্য হোয়ে)—রমেশ! সে কোথায় আছে? তোমাদের সঙ্গে মিলিত হোল কি করে?

অজয়—সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলি—আমি যখন আপনাকে টাকা দিতে আসি সেই সময় আপনাদের রামপুর কাছারী বাড়ীতে একটী মারাত্মক হাঙ্গামা হয় তাতে রমেশ ও অলোক দুজনেই জড়িত ছিল, আর দুজনেই ঐ হাঙ্গামাতে সামান্য আহত হয়। করিম নামে এক স্থানীয় লোক খুব হুঁসিয়ারী কোরে সকলের চোক্ষে ধূলি দিয়ে সেই হাঙ্গামার

ভিতর থেকে রমেশ ও অলোককে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায় আর বাইরে একটা হল্লা উঠে—রমেশ ও অলোক দুজনেই মারা গিয়েছে আর কে একজন লোক মৃতদেহ দুটীকে লুকিয়ে ফেলেছে।

বিজলা—বল কি অজয় ? এতদূর ! আচ্ছা তারপর।

অজয়—হাঁ, সেই হোতেই আমরা করিমের গৃহে আছি। করিমের স্ত্রী ঠিক মায়ের মতই আমাদের যত্ন ক'রছেন। তিনি বলেন—তাঁর ছেলে পিলে নেই, তাই দেখে আল্লা তাঁকে তিন তিনটী ছেলে দিয়েছেন। রমেশও আমাদের সঙ্গে আশ্রমে যাবে এবং সেখান হোতে তার ভগ্নীর সঙ্গে বাড়ী যাবে।

বিজলী—বেশ, আমরা তোমার কথামত আশ্রমে যাব। মাষ্টার ভাল কোরে সব জেনে নাও। তবে অজয়—আর একটা কথা। মাষ্টার, কাগজটী অজয়কে দাও—

(মাষ্টারের কাগজ দেওয়া ও অজয়ের উহা আস্তে পড়া।)

—হাঁ তুমি ঐ কাগজটী অলোককে দিবে।

অজয়—বহুদিন ও বহু ঘটনার পর আপনার সহিত অলোকের সাক্ষাৎ হবে। আপনি নিজেই এটা তার হাতে দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রলে বোধ হয় ভাল হোতো।

বিজলীবাবু—না, না অজয় এত কাণ্ডের পর, এত ওলটপালটের পর—এই সামান্য জিনিষকে একটা নাটকীয় সমাপ্তির আকার দিতে আমার মন চায় না—। আমি আশীর্ব্বাদ

কৌরব—শুধু এই হাত দিয়ে। এই হাতেই অলোকের জন্য আশীর্ব্বাদ চেয়ে রেখেছি—মার কাছ হোতে, দেবতার কাছ হোতে।

অজয়—বেশ্, সাক্ষাৎ হবে আশ্রমে—আমি চ'ললাম।

(সকলের প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য

D. S. P'র বাংলো, D. S. P. উদাসীনভাবে উপবিষ্ট।

এমন সময় নটবরের প্রবেশ।

নটবর—এই এলাম আপনার কাছে।

D. S P.—আসুন, আসুন। নমস্কার, বসুন।

নটবর—(পার্শ্বস্থ এক চেয়ারে বসিয়া)—প্রণাম।

D. S. P.—(কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আস্তে আস্তে) জীবনের সব তারই তো ছিঁড়ে গেল।

নটবর—না, না, অমন কথা ব'লবেন না—বরঞ্চ, খোকা আমার ছিন্ন তার জুড়ে দিয়ে গিয়েছে। বলা যেতে পারে—একটা উন্মত্ত "রেস" সহসা থ'মকে বন্ধ হোয়ে গেল। এতদিন পুত্র পরিবার সমাজ কাকেও চাইনি, চেয়েছিলাম একমাত্র অর্থ কিম্বা তার চাইতেও বেশী কোরে চেয়েছিলাম—নিজের কৌশলী বুদ্ধি ও প্যাঁচাও বুদ্ধির জয় জয়কার। লোকের বিপদ, অসহায়তা—লোকের সরল বিশ্বাস, চক্ষুলজ্জা—সব,

সবকে নিঙ্‌ড়ে নিঙ্‌ড়ে বের কোরেছি—অর্থ—দু-টাকা তিন টাকা, দুশো টাকা তিন-শো টাকা, দু-হাজার তিন হাজার। ধর্ম্মটর্ম্মের কাজ যে কিছু করিনি তা নয় কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি সেও ছিল অগাধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লাফিয়ে পড়ার জন্য একটু ওঁত পেতে থাকা ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু এখন!

D. S. P.—দে মশাই, এরূপ জীবন যাপন ব্যাপারে আপনি একক নন, কিন্তু বিধাতার তুলাদণ্ডে, নিষ্কৃতি কাহারও নেই।

নটবর—শুনুন, আমার বলা শেষ হয়নি। আসল কথাটা আরম্ভই হয় নি। খোকাকে শ্মশানে রেখে এলাম, সব চুকিয়ে দিয়ে এলাম। কিন্তু চুকান কি মুখের কথা—কিছুই চোকে নি। (বিস্মিত ও অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে)—খোকা এখনও আসে—আসে আমার কাছে। সমস্ত পৃথিবীটাকে আচ্ছন্ন কোরে, চারিদিকে কুয়াসার জাল ছড়িয়ে দিয়ে. সে আসে—আসে আমার অতি নিকটে। (কম্পিত স্বরে)—তার অঙ্গের স্পর্শ আমি পাই আমার সাড়া দেহে। সে আমার মুখপানে চায়, কি :যেন বেদনায় ভরা সে চোখ। ছল্‌ছল্‌ দুটী চোখ, দেখে মনে হয়, দীন-দলিতের মর্ম্মবেদনা—ঐ দুটী চোখ বেয়ে জল হয়ে নেমে আস্‌ছে। কি বেদনা বলে না সে। বোধ হয় ব'লতে চায়, ঠোঁট দুটী কাঁপে তার—হয় তো বা বলে—আমি বুঝতে পারি না—যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ কোরে উঠি, খোকা আমার পালিয়ে যায়। (কিছুক্ষণ থামিয়া, পুনরায়)

—সাহেব, মুক্তি দিতে হবে খোকাকে—তার এই অসহ্য বেদনা হ'তে। জীবনে এখন আমার—এই এক মাত্র কাজ, এই একমাত্র লক্ষ্য।

D. S. P.—অধীর হবেন না, দে মশাই। আপনার খোকার এই বিরাট বেদনাই, হবে তার মুক্তি মন্দিরের স্বর্ণ-সোপান।

নটবর—বেদনায় মুক্তি ?

D. S. P.—দে মশাই, সূর্য্যরশ্মি যখন কেন্দ্রীভূত হয়—তখন তাতে উৎপন্ন হয় দাহিকা শক্তি—আর জগদ্ব্যাপী হ'য়ে সেই রশ্মিই পৃথিবীকে জীবনীশক্তি দান করে। বেদনা যখন হয় সীমাবদ্ধ—নিজ বা নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ—তখন তা' হ'তে উৎপন্ন হয়—জ্বালা, দুঃখ, কষ্ট। কিন্তু আমি জানি, আপনার খোকার বেদনা তার নিজের জন্য নয়—সে কাঁদতো বিশ্বের জন্য, সকলের জন্য। আপনার খোকার বেদনা, সেই বেদনা—যে বেদনার তাড়নায় আকাশে ওঠে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা—মাতৃবক্ষ হ'তে ক্ষরিত হয়—শিশুর জন্য দুগ্ধধারা। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি, আপনার ছেলের মুক্তির জন্য। আপনার খোকার অভীষ্ট কাজগুলি সমাপন করাই—এখন আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

নটবর—বলুন—আমি প্রস্তুত। জীবনে আর কোন কাজই তো আমার নেই।

D. S. P.—শুনুন—আপনার খোকার সহিত আমায় অল্পদিনের পরিচয়—প্রথম পরিচয়েই আমরা বেশ অনুভব ক'রলাম—

আমরা একান্ত অভিন্নাত্মা। ভারতের কৃস্টি, ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা কোরে, জগৎ জুড়ে মানবতার যে আহ্বান এসেছে—তারই অনুসরণ কোরে—সেবার মাধ্যমে সমাজকে সুসংহত করাই ছিল আমাদের উভয়েরই একমাত্র লক্ষ্য—এই নিয়েই আমাদের মধ্যে অহরহঃ আলোচনা চ'লছিল, এমন সময় এক ভাস্বর প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষের আন্তরিক উদ্বোধনে উদ্দীপ্ত হোয়ে আমাদের স্ব স্ব কর্মপন্থা ঠিক করলাম—আমি কাজে ইস্তফা দিলাম. আপনার খোকাও কাজে লেগে যাবে, এমন সময় অকস্মাৎ তার মৃত্যু।

নটবর—আঁ্যা বলেন কি? ইস্তফা! আপনি কাজে ইস্তফা দিয়েছেন? আহা হা—কাজে থাকলে কত সুনামই অর্জ্জন কোরতেন—আপনার মত অফিসার কয় জনই বা আছেন?

D. S. P.—সুনাম? ব'লবেন না সে কথা। সার্কাস দেখেছেন তো? Clown (ক্লাউন) সাহেব পাশের কটা লোকের পানে তাকিয়ে, তাদের সঙ্গে একটু রঙ্গ কোরে—তারপর নিজে হাত তালি দেয়—আর ঐ লোকগুলিকে হাত তালি দিতে ইসারা করে। ক্লাউন সাহেবের নেক্‌—নজরে উৎফুল্ল হোয়ে - ঐ লোকগুলো হাত তালি দেয় - দেখা দেখি গ্যালারীশুদ্ধ লোকের হাত তালি—বাইরের লোক ভাবে—কি খেলাই না চ'লছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই, হঠাৎ সুনাম অর্জ্জনের পেছনে আছে একটা ক্লাউন ও তাকে ঘিরে গুটী কতক দালাল। আর দেখুন, সূর্য্য উঠ্‌লেও—পারতি পক্ষে

আমরা কাজ করি ছায়ায় ব'সে। নামের উত্তাপ ছড়াবার চেষ্টা যেখানে—সেখানে কাজ কম। যাক্ ওসব কথা। এখন আমাদের জীবনব্রতে অগ্রসর হওয়ার কথাই ঠিক করা যাক্।

নটবর—তবে এক রকম ভালই হবে। আপনাদের মত বুদ্ধিমান লোক ধর্ম্মসংস্থার মধ্যে গেলে, সাবেক জিনিষগুলো সব বজায় থাকবে। কিন্তু এও ভাব্‌ছি, ধর্ম্ম-জীবনের দৈন্য সহ্য হবে তো?

D. S P.—দে মশাই পুরাতনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার মোহ নিয়ে আমাদের আশ্রম গ'ড়ে উঠে নি। আর পুরাতন ব'লতে বুঝিইবা কতটুকু সময়? দু-দশ হাজার বৎসর অনন্তের কাছে তো একটী চোখের পলক মাত্র। তবে পুরাতনের মধ্যে যিনি চির নূতন, গত-অনাগতের মধ্যে যা' শাশ্বত, তন্মুখী হোয়ে, তদ্গত হোয়ে নিজেকে ও সমাজকে শ্রীবৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। জান্‌বেন—মানুষের শেষ কথার বা শেষ প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান হোয়ে গেছে বহুদিন পূর্ব্বে, কিন্তু হয় নি বা হোতে পারে না—চলার বা উপায়ের চূড়ান্ত কথা। তাই আমাদিগকে—আশ্রমসন্তান-গণকে সমাজের পুরোভাগে থেকে—জাতিহিসাবে নয়, আঞ্চলিক হিসাবে তার পুরোধা হোয়ে—তাকে নিয়ে যেতে হবে সংহতি ও কল্যাণের পথে। অবশ্য আধ্যাত্মিকার কথা স্বতন্ত্র—তা' চিরকালই ছিল ও থাক্‌বে শ্রীগুরুর হাতে।

আর যে দৈন্যের কথা ব'লছেন, সেটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। সুদূরের যাত্রী সম্মুখে যখন অভীষ্ট মন্দিরের চূড়া দেখে, তখন তার রাস্তায় কঙ্করই থাক্ বা মখ্‌মলই থাক্, সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তার থাকে না। চাই স্থির লক্ষ্য। অবশ্য ভোগস্পৃহা যে মানুষকে অতি নিম্নস্তরে নিয়ে যায় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু এও ঠিক, যে সমাজে অভাবের আতঙ্ক ও ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন রাতদিন লুকোচুরি খেলা করে, সে সমাজে মনুষ্যত্ব গ'ড়ে ওঠা খুবই শক্ত। সব দিক বিচার ক'রে আমাদের কাজ কোরে যেতে হবে।

সিংজী—হুজুর, হম্‌ভী আপ্‌কে সাথ রহনেকা সিদ্ধান্ত কিয়ে হেঁ।

D. S. P.—বেশ। দেখুন দে মশাই,—কিছুকাল হোতে বাংলা দেশে, থেকে থেকে, অবতরণ কোরেছেন—the Man of the age—অবতার বা অবতারকল্প পুরুষ। ফলে এই অঞ্চলের এক স্তরের লোক হোয়ে পড়েছেন অতিশয় ভক্তি ও ভাবপ্রবণ। আর পশ্চিমের পুণ্য ভূমিতে আবির্ভূত হোয়েছে—The Book of the age—তুলসীদাসী রামায়ণ, যার প্রভবে সেখানকার সাধারণ স্তরের লোকের ভিতর পাওয়া যায় নিষ্ঠা ও নীতিপরায়ণতা।

নটবর—হুজুর, আমি ভাব্‌ছি আমারই কথা। গাছ হোতে বের হোয়ে আসে নূতন পাতা কত রংএর বাহার নিয়ে, কিন্তু বৎসরের মধ্যেই পালা শেষ কোরে ঝ'রে পড়তে হয় মাটির উপর।

D. S. P.—আর প'ড়ে থাক্‌লে জন্মায় তার ভেতর বিষাক্ত পোকা মাকড়, তাই সেগুলিকে দগ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। সেইরূপ, স্বার্থে আহুতি দিয়ে পরার্থে আত্ম-নিয়োগ করাই এখন একান্ত কর্ত্তব্য। একেই বলে "বানপ্রস্থ"। আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

৫ম দৃশ্য

করিমের বাড়ী—শয়ন কক্ষ রাত্রি প্রায় তিনটা—অজয়, অলোক ও রমেশ শায়িত। একটী গানের কিয়-দংশ শুনা যাইতেছে। স্বপ্নে শোনা গানের মত সুর খুব মৃদু। গানের সুর শুনিয়া রমেশ শয্যায় উঠিয়া বসিল—

(অভ্যন্তরে)—"প্রদীপ হোয়ে মোর শিয়রে, কে জেগে রয় দুখের তরে

সেই যে আমার মা—সে যে আমার মা।"

অলোক (জাগিয়া)—রমেশ, শোও নি

রমেশ—চুপ, শোন, শোন (তখন সঙ্গীতের সুরটী মাত্র শোনা যাচ্ছে)। শুনছো, বল্‌তে পার অলোক, বিশ্বের কোন কেন্দ্র হ'তে ঐ সঙ্গীত আস্‌ছে ?

অলোক—হাঁ একটা সুর আস্‌ছে। আমার মনে হয়—এ বুঝি —আমাদের অন্তরের ঝঙ্কার—মহামিলন দিনের পূর্ব্বরাগ।

রমেশ—না, অলোক, ছিলাম এতক্ষণ নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে

মায়েরই অন্তরে, এটা সেখানকারই চিরন্তন সঙ্গীত। ঐ শোন, আবার আস্‌ছে—ঐ গান।

অভ্যন্তরে—"মায়ায় ঘেরা সজল বীথি, সে কি কভু হারায়
সে যে জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে সন্ধ্যা
রাতের তারায়
সেই যে আমার মা—সে যে আমার মা"—ইত্যাদি

(ক্রমে গান থেমে গেল)

রমেশ—আমি আর ধৈর্য্য রাখতে পারছি না। সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে, মনে হচ্ছে, এখনই মায়ের কাছে যাই।

অলোক—রমেশ, অধীর হোয়ো না—কোন পথিক আপন মনে গান গেয়ে যাচ্ছে। আর রমেশ—তোমার মাকে পেয়ে আমিও আমার হারান মাকে যেন নূতন কোরে পেয়েছি। তাই কাল যখন অজয়—তোমার মায়ের অসুখের কথা বল্‌ল—আমি এক অমূর্ত্ত আশঙ্কায় শিউরে উঠ্‌লাম। তবে ভাব্‌লাম, মধ্যে তো মাত্র একটা দিন।

রমেশ—ভাই, এখন আর একদিন আধ-দিন—এসব হিসেব ভাল লাগে না। সন্তানের বুক যখন মর্ম্মরিয়ে উঠে মায়ের দিকে ছোটে—

অলোক—(সঙ্গে সঙ্গে, রমেশের কথা টানিয়া লইয়া)—কিম্বা মায়ের বেদনাভরা বুক সন্তানকে আপনার ভেতর টেনে নিতে চায়—তখন সেই মুহূর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে—অনন্ত কাল। রমেশ, একদিন তোমার মার কাছে বসে

আছি। অজ্ঞাতসারে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে থাক্‌বে—তাই দেখে, তিনি আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ব'ললেন—বাবা, মা তো কখনও মরে না। তাঁর দেহও যখন খ'সে পরে—তখনও এই জন্মভূমির জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে তাঁর বেদনা ও আশীর্ব্বাদ রেখে যান।

রমেশ—ভাই, মাকে আমিও অত বড় কোরে পেতে চাইনে। আমার পার্থিব সেই ছোট্ট মাকেই চাই।

অজয় (উঠিয়া)—কিন্তু সৃস্টির অমোঘ বিধান, ছোট কোরে পেতে হলে, হারাতেই-হবে। যাক্ রাত প্রায় শেষ হ'য়েছে—আমি এখন বিজলী বাবুদের নিকট যাচ্ছি। তোমরা ঘণ্টা দুই পরে রওনা হইও।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

আশ্রম পথ

(অজয়, বিজলী বাবু ও মাস্টার)

মাষ্টার—আশ্রম আর বেশী দূর নয়!

বিজলীবাবু—কিন্তু————

মাষ্টার—আবার সেই কিন্তু? কিন্তু, কিসের? কত উদগ্রীব হোয়ে অলোক রয়েছে—চল তাড়াতাড়ি।

বিজলীবাবু—মাষ্টার, তোমরা যাও—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আর যাব না, আমি এইখানেই বসে থাক্‌বো—বসে থাকবো

তোমাদেরই প্রতীক্ষায়,—নিয়ে এসো অলোককে। প্রতীক্ষায় থাকবো আমি। অলোক—সে আসবে—নিশ্চয়ই আসবে আমার কাছে।

মাষ্টার—কেন তুমি সঙ্কুচিত হ'চ্ছ?

বিজলীবাবু—সঙ্কুচিত? না না সঙ্কোচ নয়। বরং থেকে থেকে বুকটা এতই প্রসারিত হচ্ছে যে দূরত্বের সব ব্যবধানটুকু নিমিষে লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই কি এক প্রচণ্ড মোহ এসে আমাকে চেপে ধ'রছে. আমার হাত পা'কে আড়ষ্ট ক'রে দিচ্ছে—যেন আমি আর এক পাও চ'ল্‌তে পারছি না। মাষ্টার, তোমরা যাও। যাও তোমরা, আর আমাকে—আমাকে এই সঙ্কোচ প্রসারণের মধ্যে—এই যাওয়া. না যাওয়ার মধ্যস্থলেই রেখে যাও।

মাষ্টার—ভাই বিজলী, এই দুনিয়াটাইতো তাই। যাওয়া না যাওয়ার মধ্যখানের একটা স্থান। এক দিকে ঠেলে ফেলা, এক দিকে টেনে ধরা।

অজয়—আচ্ছা বেশ, আপনি এই খানেই থাকুন—আমি ও মাষ্টার মশাই যাই—আমরাই অলোককে নিয়ে আস্‌বো।

(অজয় ও মাষ্টারের প্রস্থান)

বিজলীবাবু—(কিছুক্ষণ আপন মনে চুপ থাকিয়া)—মাষ্টার চলে গেলে, চ'লেই গেলে—আমাকে আর একটু জোর ক'রতে পারলে না?—অলোককে কাছে পাওয়ার চিন্তা অহর্নিশ কোরে এসেছি, অলোককে বুকে টেনে নেওয়ার স্বপ্ন কেবলই

দেখে এসেছি, কিন্তু মিলনের সময়, ঠিক মিলন-সন্ধি ক্ষণেই হঠাৎ পেছিয়ে প'ড়লাম, আমিই। একি ধাঁধা—না না ধাঁধা নয়, ঠিকই হ'য়েছে। যদিই যেতাম, মিল্‌তাম, মিলন আনন্দে কিছুক্ষণ বিহ্বলও থাক্‌তাম,—কিন্তু থাক্‌তো না কি সেই আনন্দের তলদেশে এক বিষাক্ত স্মৃতি, মসৃণ চর্ম্মের নীচে থাক্‌তো না কি অন্তঃক্লেদপূর্ণ এক ভীষণ ক্ষত? তবে উপায়? উপায় নেই! সাহারা চিরকাল সাহারা হ'য়েই থাকবে! উঃ হে ভগবান্—তুমিও কি গণিত শাস্ত্রের উত্তরের মত কোথাও ছোট্ট হোয়ে চুপটী কোরে বসে আছ? process-এর কটাকাটি, যোগ-বিয়োগের ধ্বস্তাধ্বস্তির লাঞ্ছনা তোমাকে স্পর্শ করে না' তোমারই সৃষ্টিলীলার ভিতর এক অভিশপ্ত জীবন চিরকালই অভিশাপ বহন ক'রবে! উঃ মা, মা, তুমিতো রয়েছ বিশ্বজননীর হৃদয় কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিতা। তবে—

অমল— (দূর হ'তে) নির্জ্জনে একলা ব'সে কি ব'লছেন দাদাবাবু?

বিজলীবাবু—(আপন মনে) বেদনার মর্ম্মকথা শূন্যে ভেসে যাবে, শোনবার কেও নেই, তাও কি হয়? (তারপর অমলকে দেখে)—কে, অমল? তুমি এখানে কেন?

অমল —আমি একলা নয়—সঙ্গে দিদি আছেন। তিনি গাড়ীতে আছেন। আমি আশ্রমের রাস্তা—ঠিক ক'রে জেনে নেবার জন্য এদিকে এলাম—গাড়োবান ঠিক রাস্তা চেনে না।

বিজলীবাবু—তোমার দিদি যাবেন আশ্রমে?

অমল—হাঁ তা যাচ্ছিলেন—তবে সে আপনারই খোঁজে। আর বিশ্বাস করুন বা আপনিও দেখ্‌তে পাবেন—দিদির প্রকৃতিতে এখন বহু পরিবর্ত্তন এসে গেছে—আর সে পরিবর্ত্তন আনার মূলে জুলিয়াই প্রধান।

বিজলীবাবু—সবই রহস্যময় বোধ হচ্ছে।

অমল—হাঁ, ঘটনার পর ঘটনা, আঘাতের পর আঘাত যখন মা ও মেয়েকে একেবারে চুরমার ক'রে দিচ্ছিল, সেই সময় আমার সেই D S. P. বন্ধু, দেবু, আমাদের বাড়ীতে দু একবার এসেছিল। কথার ছলে তার পিতার প্রতিশ্রুতির কথা মনে কোরে দেওয়ায় সে উত্তর দিল—দুই বিভিন্ন ধাতুতে তার ও জুলিয়ার প্রকৃতি গঠিত। সেবা ও ত্যাগের অগ্নিতে দুইটী ধাতুই গলিত হোলে, হয় তো কখনও বা মিলন সম্ভব হোতে পারে। তাই আমার প্রাণপণ চেষ্টার ফলে আমাদের আশ্রমে গেল জুলিয়া। কিছুদিন আশ্রমে থাকার পরই—জুলিয়া দুদিনের জন্য বাড়ী এসেছিল। তারই মধ্যে লক্ষ্য ক'রলাম, তার বিলাসিতা ও চঞ্চলতার স্থানে এসেছে শুচিতা ও সৌম্যভাব। আগে তার মা ডাক ছিল—একটা ইঙ্গিত, একটা ইসারা—পারিপার্শ্বিক হ'তে ছিনিয়ে নেওয়ার একটা সাঙ্কেতিক শব্দ মাত্র। কিন্তু সেদিন বাড়ী এসে জুলিয়া যখন মা মা কোরে ডাক্‌ছিল—সে ডাক যেন তার আপন মাকে ছাপিয়ে গিয়ে বিশ্বের মাতৃত্বের দরজায় ঘা দিচ্ছিল। জুলিয়ার সেই হৃদয় উৎসারিত মা মা ডাক—প্রথম

প্রথম বোধ হ'ল—তার মার গায়ে গরম হাওয়ার মত ছ্যাঁক ছ্যাঁক লাগ্‌তে লাগলো কিন্তু দু-দিনের মধ্যেই দিদির চরিত্রে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রতে লাগলাম। (এই সময় বিমলার আগমন, বিমলা নির্ব্বাক।

বিজলীবাবু—অমল, আমি দেখ্‌ছি—সবই যেন সামঞ্জস্যের বেশ ধারণ কোরে ধীরে ধীরে মাতৃ-চরণে আত্ম নিবেদন করতে চলেছে। এখন কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি কোরো না। যাও অমল, যাও বিমলা—এখন বাড়ী ফিরে যাও। অমল, মায়ের শারদীয়া-বক্ষে* এন না শ্রাবণের ঘন ঘোর ঘটা, তুলো না তাতে কাল বৈশাখের ভৈরব ঝঞ্ঝা। যাও, তোমরা চ'লে যাও। (অমল ও বিমলার প্রস্থান)

কিছুক্ষণ পরে – নাং, যাই-ই একবার আশ্রম দিকে।

শেষ দৃশ্য

আশ্রম

(আচার্য, সন্তানগণ, অজয়, অলোক, রমেশ, D S. P. নটবর, সরযূ—জুলিয়া)

আচার্য্য—অদ্যকার কার্য্যে আপনারা যে শৃঙ্খলা ও কর্মপটুতা দেখাইয়াছেন—তাতে আমি খুবই প্রীত ও আশান্বিত হ'য়েছি। এখন আপনারা নিজ নিজ কর্মস্থানে যান ও বিজয়ী বীরের

---

* শরৎ কালে দিন রাত্রি—শীত, উষ্ণতা ইত্যাদি বহু বিষয়ে সমতা পরিলক্ষিত হয়।

মত বিশ্বকল্যাণব্রতে ব্রতী হউন। সমাজ আজ বড়ই বিভ্রান্ত। ভোগসর্ব্বস্ব চতুর ব্যক্তিগণ সমাজের প্রধান অনুষ্ঠান-গুলিকে চাতুর্য্য ও বিলাসিতার কুক্ষিগত কোরে কলুষিত কোরে ফেল্‌ছে। তাদের হাত হোতে সমাজকে রক্ষা ক'রতে হবে এবং জনগণকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোরে তাদের ভিতর নিরলস কর্ম-প্রবণতা ও সততা সঞ্চার কোরতে হবে। অন্যান্য জাতির ভিতর যে সংহতি ও অপেক্ষাকৃত সততার উচ্চ মান দেখা যায় তার মূলে রয়েছে তাদের ধর্ম্মসংগঠন আর আবহমান কাল হ'তে জন সমাজের মধ্যে সময়োপযোগী কে'রে ধর্ম্ম প্রচার করা। ত্যাগ ও জ্ঞানের দ্বারা যাঁরা বলিষ্ঠ জীবন লাভ কোরতে এবং আত্ম-সুখকে তুচ্ছ কোরতে পারবেন, তাঁরাই—মাত্র তাঁরাই—এ কাজ ক'রতে পারবেন। ভুল্‌বেন না—এই ত্যাগ ও জ্ঞানের দেশে যে দিন প্রবেশ ক'রল—বিষয় ও বিলাসিতার প্রতি অদম্য লোভ সেই দিন হোতেই আরম্ভ হোলো দেশের দুর্দ্দিন। ভোগের প্রতি অদম্য আকর্ষণ—নিয়ে এল পরস্পরের মধ্যে কলহ ও জিদ—সুবিধা হ'ল বিদেশী আক্রমণকারীদের - পদানত হ'ল ভারত। স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু আসে নি চেতনা—উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে। সেই নেতৃত্ব গ্রহণ কোরতে হবে আপনাদের,—বাঁচাতে হবে ভারতকে। আরও স্মরণ রাখ্‌বেন—আপনারা "ভারত সন্তান"। আপনাদের প্রতি অন্তরে নিহিত যে "ভা" বা নির্ম্মল আত্মজ্যোতি—তাতে "রত"

থাকবারই অতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে "ভারত" এই নামকরণের ভিতর। এই প্রাণ জ্যোতির উদ্বোধনেই আপনারা পাবেন—জীবনে সফলতা, মরণে অমৃত। সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে থাক্‌বে চিরভবিষ্যৎ, তাদের চ'ল্‌তে হবে ক্রমোন্নতির পথে, বস্তু-বিজ্ঞান নিয়ে যাবে তাদের পথের আলো দেখিয়ে—নৈসর্গিক ও সর্ব্বপ্রকার বিধ্বস্তির হাত হোতে তাকে রক্ষা কোরে কোরে। কিন্তু ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারাই অনিত্যের ভেতর নিত্য, অচেতনের ভেতর চেতনা, ও মৃত্যুর ভেতর অমৃতের সন্ধান কোরে নিতে হবে। এই সাধনাই দেবে নিত্য চিন্ময়ের চরণস্পর্শ, আর এই সাধনলব্ধ সত্যের বিকীরণে দেশবাসী হবে উদ্বুদ্ধ। (হঠাৎ দ্বারদেশ পানে তাকাইয়া)—এই পবিত্র মাতৃ যজ্ঞ ভূমির উপকণ্ঠে দাঁড়াইয়া—কে—কে ঐ উৎকণ্ঠিত পথিক?

অজয়—(ইতিমধ্যে বিজলীবাবুর নিকট গিয়া—তাঁর হস্তধারণপূর্ব্বক যজ্ঞভূমিতে আনয়ন)—এক উদ্‌ভ্রান্ত "ভারত সন্তান"—জমিদার বিজলীবাবু, এই অলোকবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

আচার্য্য—আসুন বিজলীবাবু—বিশেষ প্রয়োজন ছিল আপনার কাছে। আমার গুরুভ্রাতা মহাদেব বাবু কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তাঁর স্ত্রী বিয়োগের কথা আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে তাঁর স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে আপনার ভ্রাতা অলোক বাবুর সহিত তাঁহার কন্যা সরযূর পরিণয় হউক।

—ইতি—